ইউনিট-৭

শিক্ষাক্রম বাস্তবায়ন: শিক্ষাক্রমের স্তর

অধিবেশন-১: সরকারি পর্যায় - মাধ্যমিক শিক্ষাক্রম বাস্তবায়ন ও সফল বাস্তবায়নে পরীক্ষা ও মূল্যায়ন

অধিবেশন-২: বিদ্যালয় পর্যায়: পাঠ্যপুস্তক ও পর্যাপ্ত সহায়ক সামগ্রী

অধিবেশন-৩ : পাঠ পরিকল্পনা

অধিবেশন-৪ : শিখন কার্যক্রম এবং নির্বাচিত সহায়ক সামগ্রী

অধিবেশন-৫ : শ্রেণিকক্ষের অভিজ্ঞতা এবং শিখনফল

অধিবেশন-৬ : শিক্ষকের কাছে শিক্ষাক্রমের পর্যায় সম্পর্কিত ধারণার গুরুত্ব

ইউনিট-৭ **অধিবেশন-১**

সরকারি পর্যায় - মাধ্যমিক শিক্ষাক্রম বাস্তবায়ন ও সফল বাস্তবায়নে পরীক্ষা ও মূল্যায়ন

ভূমিকা

বাংলাদেশে প্রাথমিক স্তর থেকে উচ্চ মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত শিক্ষাক্রম প্রণয়ন, পরিমার্জন, পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন, মূল্যায়ন এবং প্রাক-মূল্যায়ন সরকারি পর্যায়ে করা হয়ে থাকে। সরকারের নির্দেশে এ দায়িত্ব পালন করে থাকেন জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (National Curriculum and Textbook Board, NCTB)। বিভিন্ন পর্যায়ের পাঠ্যপুস্তক রচনা ও প্রকাশনার কাজ এনসিটিবি ছাড়া বেসরকারি প্রকাশনা সংস্থাও করে থাকেন। বেসরকারি প্রকাশনা সংস্থা কর্তৃক প্রণীত পুস্তকসমূহ এনসিটিবি কর্তৃক মূল্যায়নের পর অনুমোদন পেলে তা প্রকাশ করা হয়।

শিক্ষাক্রম কতটুকু সফলতার সাথে বাস্তবায়িত হচ্ছে তা দেখার জন্য প্রয়োজন পরীক্ষা ও মূল্যায়ন। মূল্যায়নের মাধ্যমে শিক্ষার্থী শিখনফল কতটা অর্জন করতে পারল কিংবা শিক্ষণের উদ্দেশ্য কী পরিমাণে অর্জিত হল তা যাচাই বা পরীক্ষা করা সম্ভব। শিক্ষাক্রমের সফল বাস্তবায়নের জন্য মূল্যায়ন একটি চলমান বা ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। এই অধিবেশনে মাধ্যমিক শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নে কারা সম্পৃক্ত, বাস্তবায়নের ধাপসমূহ, শিক্ষাক্রম বিস্তরণ এবং মূল্যায়ন সম্পর্কে জানব।

উদ্দেশ্য

এই অধিবেশন শেষে আপনি–

- শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নে সরকারি পর্যায়ে কারা সম্পৃক্ত থাকেন তা উল্লেখ করতে পারবেন।
- শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নের ধাপসমূহ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- শিক্ষাক্রম বিস্তরণের ধারণা বর্ণনা করতে পারবেন।
- শিক্ষাক্রম বিস্তরণের উদ্দেশ্য বর্ণনা করতে পারবেন।
- শিক্ষাক্রম বিস্তরণের পরিকল্পনা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- শিক্ষাক্রম বিস্তরণের প্রয়োজনীয় শিখন সামগ্রীর তালিকা তৈরি করতে পারবেন।
- শিক্ষাক্রমের সফল বাস্তবায়নে পরীক্ষা ও মূল্যায়নের নীতিমালা অনুসরণের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- শিক্ষাক্রম বিস্তরণ উত্তর কার্যক্রম বর্ণনা করতে পারবেন।

পর্বসমূহ

পর্ব-ক : শিক্ষাক্রম বাস্তবায়ন কার্যক্রম : সরকারি পর্যায়

শিক্ষাক্রম প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন কার্যক্রম এনসিটিবি-এর শিক্ষাক্রম শাখা কেন্দ্রীয় পর্যায়ে করে থাকেন। এনসিটিবি-এর বিশেষজ্ঞ ও বহিরাগত বিশেষজ্ঞ সমন্বয়ে এ কাজ সম্পাদন করা হয়ে থাকে। দেশি-বিদেশি পরামর্শকবৃন্দও শিক্ষাক্রম প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সহায়তা দান করে থাকেন। বাংলাদেশের প্রথম শিক্ষা কমিশনের (১৯৭৪) সুপারিশের আলোকে ১৯৭৬ সালে প্রথম শিক্ষাক্রম কমিটি গঠিত হয়েছিল। ঐ কমিটি তখন শিক্ষাক্রম প্রণয়ন করেছিল। শিক্ষাক্রম প্রণয়ন সম্পন্ন করার পরই আসে এর বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া। শিক্ষাক্রম প্রণয়নের চেয়েও জটিল প্রক্রিয়া হলো কার্যকরভাবে এর বাস্তবায়ন। এ কার্যক্রমের সাথে জড়িত থাকেন বহু ব্যক্তি, পর্যায় ও সংস্থা। শিক্ষক, একাডেমিক তত্ত্বাবধায়ক, শিক্ষক প্রশিক্ষক, শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞ, শিক্ষা ব্যবস্থাপক, শিক্ষা পরিকল্পনাবিদ ও শিক্ষা প্রশাসকবৃন্দ শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নের বিভিন্ন পর্যায়ে সম্পৃক্ত থাকেন।

শিক্ষাক্রম সঠিকভাবে বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কতিপয় সুনির্দিষ্ট ধাপ অনুসরণ করতে হয়। সেগুলো হলো:

১. শিখন সামগ্রী প্রণয়ন, বিতরণ ও ব্যবহার নিশ্চিতকরণ।

২. সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মধ্যে শিক্ষাক্রম বিস্তরণ।

৩. চাকরিরত ও চাকরিপূর্ব শিক্ষক প্রশিক্ষণ ও সংশ্লিষ্ট শিক্ষা কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ।

৪. শিক্ষাক্রমের চাহিদা অনুযায়ী পরীক্ষা ও মূল্যায়ন পদ্ধতির সংস্কার।

৫. শিক্ষাক্রম বিস্তরণ কার্যাবলি পরিবীক্ষণ ও তত্ত্বাবধান।

পর্ব-খ : শিক্ষাক্রম বিস্তরণ

শিক্ষাক্রম সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করতে হলে শিক্ষার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে বিস্তরণ প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের মাধ্যমে ধারাবাহিকভাবে প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হয়। শিক্ষাক্রম বিস্তরণের উদ্দেশ্য হলো পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমে কোন কোন বিষয়ে কী কী নবতর বিষয় সংযোজন করা হয়েছে, কেন সংযোজন করা হয়েছে এবং এসব বিষয় শিখন-শেখানোর জন্য কী কী নবতর জ্ঞান ও কলাকৌশল আয়ত্ত করতে হবে সে সম্পর্কে বিস্তারিত ধারণা ও দক্ষতা অর্জন। আর এ শিক্ষাক্রম বিস্তরণের উদ্দেশ্যকে সফল করার জন্য বিশদ প্রশিক্ষণ কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হয়। এ কর্ম-পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত সদস্যরা হলেন: ১ম পর্যায়ে সিনিয়র শিক্ষা কর্মকর্তাদের পরিচিতি

প্রশিক্ষণ, ২য় পর্যায়ে জাতীয় পর্যায়ের মাস্টার ট্রেনারদের প্রশিক্ষণ, ৩য় পর্যায়ে মুখ্য, মাঠ ও স্থানীয় পর্যায়ের বিশেষজ্ঞগণের প্রশিক্ষণ এবং ৪র্থ পর্যায়ে বিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দ ও সম পর্যায়ের শিক্ষা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ।

শিক্ষার্থী বন্ধুরা, এই শিক্ষাক্রম বিস্তরণ প্রশিক্ষণের জন্য কী ধরনের প্রশিক্ষণ সামগ্রী প্রয়োজন বলে আপনি মনে করেন তা নিম্নের ছকে লিপিবদ্ধ করুন।

১.

২.

৩.

৪.

৫.

৬.

৭.

পর্ব-গ : মাধ্যমিক শিক্ষাক্রমের সফল বাস্তবায়নে পরীক্ষা ও মূল্যায়ন এবং শিক্ষাক্রম বিস্তরণ উত্তর কার্যক্রম

বিদ্যালয়ে শিক্ষক প্রতিদিন পাঠদান করে থাকেন। আর এ পাঠদানে শিক্ষার্থীদের শিখনফল কতটা অর্জিত হয়েছে কিংবা শিক্ষণের উদ্দেশ্য কী পরিমাণে অর্জিত হয়েছে তা যাচাই করা হয় পরীক্ষা পরবর্তী মূল্যায়নের মাধ্যমে। এ মূল্যায়ন হতে পারে ধারাবাহিক, সাপ্তাহিক, মাসিক, সাময়িকী ও বার্ষিক পরীক্ষার মাধ্যমে। পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমের সফল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে "বিদ্যালয় ভিত্তিক মূল্য যাচাই" প্রবর্তনের জন্য সুপারিশ করেছেন। এতে গতানুগতিক প্রশ্ন করার পরিবর্তে বহু নির্বাচনী ও কাঠামোবদ্ধ প্রশ্ন করার কথা বলেছেন।

আসুন বন্ধুরা, বিদ্যালয়ভিত্তিক মূল্যায়ন পদ্ধতির তিনটি সুবিধা নিম্নের ছকে লেখার চেষ্টা করি:

বিদ্যালয় ভিত্তিক মূল্যায়ন পদ্ধতির সুবিধা:
•
•
•

ইউনিট-৭ অধিবেশন-১

মূল শিখনীয় বিষয়

শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নঃ সরকারি পর্যায়

সরকারি পর্যায়ে বাংলাদেশে প্রাথমিক স্তর থেকে শুরু করে উচ্চ মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত শিক্ষাক্রম প্রণয়ন, পাঠ্যপুস্তক ও অন্যান্য সহায়ক সামগ্রী প্রণয়নের দায়িত্ব পালনকারী সংস্থা হল জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (National Curriculum and Textbook Board; NCTB)। এনসিটিবির শিক্ষাক্রম শাখা এ কাজটি করে থাকে। নিম্নমাধ্যমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের পাঠ্যপুস্তক রচনা ও প্রকাশনার কাজ এনসিটিবি ছাড়া বেসরকারি প্রকাশনা সংস্থাও করে থাকে । বেসরকারি প্রকাশনা সংস্থা কর্তৃক প্রণীত পুস্তকসমূহ এনসিটিবি কর্তৃক মূল্যায়নের পর অনুমোদন পেলে তা প্রকাশ করা হয় ।

শিক্ষাক্রম বাস্তবায়ন কৌশল

শিক্ষাক্রম প্রণয়ন থেকে শুরু করে পাঠ্যপুস্তক রচনা, সহায়ক সামগ্রী প্রণয়ন, এসবের চূড়ান্তকরণ, প্রাক মূল্যায়ন, পরিমার্জন, মুদ্রণ ও বিতরণ একটি ধারাবাহিক ও জটিল প্রক্রিয়া। তবে এর চেয়েও জটিল প্রক্রিয়া হল কার্যকরভাবে শিক্ষাক্রম বাস্তবায়ন। এ কার্যক্রমের সাথে জড়িত থাকে বহুব্যক্তি, পর্যায় ও সংস্থা। শিক্ষক, একাডেমিক তত্ত্বাধায়ক, শিক্ষক প্রশিক্ষক, শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞ, শিক্ষা ব্যবস্থাপক, শিক্ষা পরিকল্পনাবিদ ও শিক্ষা প্রশাসকবৃন্দ শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নের বিভিন্ন পর্যায়ে সম্পৃক্ত থাকেন। একটি শিক্ষাক্রম যতই উত্তম হোক না কেন, বাস্তবায়নে ত্রুটি থাকলে তা আংশিক বা পুরোপুরি ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতে পারে। তাই শিক্ষাক্রমের মাধ্যমে শিক্ষার উদ্দেশ্য হাসিল করতে হলে শিক্ষাক্রমকে কার্যকর ও সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়ন করতে হয় । বিভিন্ন পর্যায়ে যারা বাস্তবায়ন করবেন তারা যেন ভালভাবে বুঝে ও আন্তরিকতার সংগে বাস্তবায়ন কাজ সম্পন্ন করতে পারেন তা নিশ্চিত করতে হবে। সঠিক বাস্তবায়নের উপরই একটি শিক্ষাক্রমের সাফল্য নির্ভর করে । শিক্ষাক্রম তার ইপ্সিত উদ্দেশ্য হাসিল করতে পেরেছে কিনা তাও সঠিক বাস্তবায়নের ওপর নির্ভরশীল।

শিক্ষাক্রম বাস্তবায়ন কার্যক্রম

শিক্ষাক্রম বাস্তবায়ন কার্যক্রমের ধাপগুলো হল–

- পঠন পাঠন সামগ্রী প্রণয়ন, বিতরণ ও শ্রেণিকক্ষে ব্যবহার নিশ্চিতকরণ।
- শিক্ষাক্রম দলিল এবং সহায়ক কাগজপত্র সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের ব্যবহারের জন্য বিতরণ ।
- সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মধ্যে শিক্ষাক্রম বিস্তরণ।
- চাকরিরত শিক্ষক ও সংশ্লিষ্ট শিক্ষা কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ।

- চাকরিপূর্ব শিক্ষক প্রশিক্ষণ।
- শিক্ষাক্রমের চাহিদা অনুযায়ী পরীক্ষা ও মূল্যায়ন পদ্ধতির সংস্কার ।
- শিক্ষাক্রম বিস্তরণ কার্যাবলি পরিবীক্ষণ ও তত্ত্বাবধান ।

শিক্ষাক্রম বিস্তরণ

শিক্ষাক্রম সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করতে হলে শিক্ষার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে বিস্তরণ প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের মাধ্যমে ধারাবাহিকভাবে প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হয় । এ প্রশিক্ষণে পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমে কোন কোন বিষয়ে কী কী নবতর বিষয় সংযোজন করা হয়েছে, কেন সংযোজন করা হয়েছে এবং এসব বিষয় শিখন শেখানোর জন্য কী কী নবতর জ্ঞান ও কলাকৌশল আয়ত্ত করতে হবে সে সম্পর্কে বিস্তারিত ধারণা ও দক্ষতা অর্জনের উদ্দেশ্যে শিক্ষাক্রম বিস্তরণ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয় ।

শিক্ষাক্রম বিস্তরণের উদ্দেশ্য :শিক্ষাক্রম বিস্তরণের উদ্দেশ্য হল :

(ক) শিখন অভিজ্ঞতার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর প্রত্যাশিত আচরণ জানা ও বোঝা । যেমন– শিক্ষার্থী সঠিক উচ্চারণে কবিতা আবৃত্তি করতে পারবে। গণিতে ভগ্নাংশ অনুশীলনের পর একটি বস্তু ও তার অংশবিশেষের সম্পর্ক নির্ণয় করতে পারবে।

(খ) পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমের বৈশিষ্ট্য জানা, নতুন শিখন সামগ্রীর বৈশিষ্ট্য ও ব্যবহার কৌশল জানা, শ্রেণি পাঠদানের সেগুলো ব্যবহারের দক্ষতা অর্জন, বাস্তবায়নের নীতি ও কৌশল জানা, শ্রেণি সংগঠন ও নতুন বিষয়বস্তু ব্যবহারের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ চিহ্নিত করতে পারা।

(গ) শিক্ষার্থীর শিখন অগ্রগতি মূল্যায়ন করা। ধারাবাহিক ও চূড়ান্ত মূল্যায়ন শিখন অগ্রগতি মূল্যায়নে সহায়ক।

(ঘ) নতুন শিক্ষাক্রমের আলোকে শিক্ষক প্রশিক্ষণ (কর্মকালীন ও কর্মপূর্ব), শিক্ষাক্রম পরিমার্জন, শিখন সামগ্রী প্রণয়ন, নতুন সংযোজন, কর্ম সম্পাদনের নবতর কৌশল, নতুন পাঠ্যপুস্তক ব্যবহার বিধি ইত্যাদি জানা।

(ঙ) প্রশিক্ষণের পর নিজ নিজ দায়িত্ব সম্বন্ধে অবগত হওয়া এবং সে অনুসারে পরবর্তী নিজ কর্তব্য ও দায়িত্ব নিষ্ঠার সাথে পালন করা।

শিক্ষাক্রম বিস্তরণ প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা

পরিমার্জিত শিক্ষাক্রম বিস্তরণ প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের মাধ্যমে শিক্ষা সংশ্লিষ্ট সকলকে সুষ্ঠুভাবে ও ধারাবাহিকভাবে প্রশিক্ষণ প্রদান করার জন্য বিশদ প্রশিক্ষণ কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হয়। এরূপ একটি বিশদ কর্ম পরিকল্পনা নিচের ছকে উপস্থাপন করা হল।

ছক:শিক্ষাক্রম বিস্তরণ প্রশিক্ষণের কর্ম পরিকল্পনা

প্রশিক্ষণ পর্যায় ও নাম	প্রশিক্ষণার্থীর ধরন ও সংখ্যা	প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	প্রশিক্ষক	প্রশিক্ষণ কাল	মন্তব্য
প্রথম পর্যায় সিনিয়র শিক্ষা কর্মকর্তাদের পরিচিতি প্রশিক্ষণ	**শিক্ষানীতি নির্ধারক, প্রশাসক, ব্যবস্থাপক, পরিকল্পনাবিদ, সমন্বয়কারী ইত্যাদি (প্রয়োজনীয় সংখ্যক)**	**উপযুক্ত স্থান**	**শিক্ষাক্রম উন্নয়ন ও বিস্তরণ কর্মকর্তা**	**১ দিন**	
দ্বিতীয় পর্যায় জাতীয় পর্যায়ের মাস্টার ট্রেনারদের প্রশিক্ষণ	**জাতীয় পর্যায়ের বিশেষজ্ঞ (প্রয়োজনীয় সংখ্যক বিভিন্ন দলে)**	**উপযুক্ত বিভিন্ন স্থান**	**শিক্ষাক্রম প্রণয়নের সাথে সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞ**	**২-৩ দিন**	**৫০ জনের বেশি দলে অংশগ্রহণ করবেন না।**
তৃতীয় পর্যায় মুখ্য,মাঠ ও স্থানীয় পর্যায়ের বিশেষজ্ঞগণের প্রশিক্ষণ	**টি.টি.সি., পি.টি.আই, শিক্ষা সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান অনুষদ সদস্য ও জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তা (প্রয়োজনীয় সংখ্যক বিভিন্ন দলে প্রশিক্ষণ দান)**	**দেশের বিভিন্ন স্থানে প্রয়োজনীয় সংখ্যক কেন্দ্র**	**জাতীয় পর্যায়ের বিশেষজ্ঞ ও মাস্টার ট্রেনারগণ**	**প্রশিক্ষণ সামগ্রীর পরিসর ও প্রয়োজন অনুসারে প্রশিক্ষণ কাল নির্ধারণ করতে হবে**	**প্রতি দলে ৫০ জনের বেশি হবে না**
চতুর্থ পর্যায় বিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দ ও সমপর্যায়ের শিক্ষা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ	**দেশের সকল বিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দ (প্রতি দলে ৫০ জনের অধিক নয়)**	**দেশের বিভিন্ন স্থানে প্রয়োজনীয় সংখ্যক কেন্দ্রে**	**মুখ্য, মাঠ, স্থানীয় পর্যায়ের প্রশিক্ষণ এবং জাতীয় পর্যায়ের বিশেষজ্ঞ ও মাস্টার ট্রেনারগণ**	**সমগ্র দেশে প্রয়োজন অনুযায়ী প্রশিক্ষণকাল নির্ধারণ করতে হবে**	

শিক্ষাক্রম বিস্তরণের জন্য প্রশিক্ষণ সংগঠন

উপরোক্ত ছকের প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়ের প্রশিক্ষণ অর্থাৎ উর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও জাতীয় পর্যায়ের মাস্টার ট্রেনারদের প্রশিক্ষণ প্রদান করবেন। শিক্ষাক্রম বিস্তরণ কার্যে দায়িত্ব প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান ও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাবৃন্দ। কেন্দ্রিয়ভাবে এ প্রশিক্ষণের আয়োজন ও পরিচালনা করা হয় । তৃতীয় ও চতুর্থ পর্যায়ের প্রশিক্ষণ জাতীয় পর্যায়ের মাস্টার ট্রেনারদের সহায়তায় সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রে আয়োজন ও পরিচালনা করা যেতে পারে। স্থানীয় পর্যায়ের প্রশিক্ষণের সামগ্রীক দায়িত্ব স্থানীয় সমন্বয় কমিটির উপর ন্যস্ত থাকবে। তবে অর্থ ও প্রশিক্ষণ উপকরণ কেন্দ্রীয়ভাবে সরবরাহ করতে হবে ।

শিক্ষাক্রম বিস্তরণে প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাপনা

বিভাগীয় পর্যায়ের শিক্ষা বিভাগীয় কর্মকর্তাগণ স্ব স্ব এলাকার প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়নে সামগ্রীক দায়িত্ব পালন করবেন। অন্যান্য শিক্ষা কর্মকর্তাগণ নিজ নিজ এলাকায় প্রশিক্ষণ আয়োজনের দায়িত্বে থাকবেন। অপরাপর কর্মকর্তাগণ তাঁকে সহায়তা করবেন।

আর্থিক বাজেট

দেশব্যাপী শিক্ষাক্রম বিস্তরণের সামগ্রীক বাজেট শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও সংশ্লিষ্ট স্তরের শিক্ষা অধিদপ্তর প্রণয়ন করবে এবং আঞ্চলিক বিভাগীয় পর্যায়ে অর্থ ছাড়করণের ব্যবস্থা করবে। অতপর আঞ্চলিক/বিভাগীয় পর্যায় থেকে প্রয়োজন অনুসারে অধস্তন স্তরে প্রেরণ করবে ।

শিক্ষাক্রম বিস্তরণ প্রশিক্ষণ সামগ্রী

আমরা আগেই জেনেছি শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নের বিভিন্ন পর্যায়ে সম্পৃক্ত থাকেন শিক্ষা প্রশাসক, শিক্ষা ব্যবস্থাপক, শিক্ষা পরিকল্পনাবিদ, শিক্ষক প্রশিক্ষক, শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞ, বিষয় বিশেষজ্ঞ, শ্রেণি শিক্ষক, শিক্ষা তত্ত্বাবধায়ক ইত্যাদি কর্মকর্তাবৃন্দ। কর্মকর্তাবৃন্দের দায়িত্ব , কর্তব্য ও কর্ম পরিসর ভিন্ন হলেও শিক্ষাক্রম পরিমার্জন কৌশল, সাধারণ উদ্দেশ্য, প্রশিক্ষণ কার্যক্রম ও লক্ষ্যদল সম্পর্কে সকলেরই ধারণা থাকা প্রয়োজন। এ কারণে প্রশিক্ষণ সামগ্রী হিসেবে নিম্নোক্ত সামগ্রীগুলো চিহ্নিত করা হয়েছে ।

১. বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ ম্যানুয়েল
২. শিক্ষাক্রম কাঠামো অর্থাৎ শিক্ষাস্তরের সকল বিষয়
৩. সংশ্লিষ্ট শিক্ষাস্তরের পাঠ্যসূচি ও মানবণ্টন
৪. সংশ্লিষ্ট শিক্ষাস্তরের সকল পাঠ্যপুস্তক
৫. বিভিন্ন বিষয়ের শিক্ষক নির্দেশিকা
৬. বিশদ প্রশিক্ষণ কর্ম পরিকল্পনা
৭. শিখন শেখানো সহায়ক শিক্ষা উপকরণসমূহ
৮. শিক্ষাক্রম বিস্তরণ প্রশিক্ষণের বিভিন্ন পর্যায়ে ও স্থানে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নামের তালিকা

৯. প্রশিক্ষণ উপকরণ যেমন- ওএইচপি, ভিডিও ক্যাসেট, টেপ রেকর্ডার ইত্যাদি
১০. প্রশিক্ষণপূর্ব ও প্রশিক্ষণ উত্তর মূল্যায়ন ছক
১১. বিভিন্ন ধরনের কাগজ ও কলম।
১২. ভ্রমণ ভাতা, দৈনিক ভাতা, সম্মানি বিল ফরম ইত্যাদি।
১৩. প্রশিক্ষণ সহায়ক সামগ্রী যেমন: ফোল্ডার, কলম, প্যাড, নিবন্ধন পত্র, রবার, পেন্সিল, কার্ড ক্লীপ, পিন, সূতা, ছুরি ইত্যাদি।

উপরে বর্ণিত সামগ্রীগুলোর কয়েকটির গুরুত্ব সামান্য হলেও প্রয়োজনের সময় এগুলো হাতের কাছে না থাকলে কাজে বিঘ্ন ঘটায়। এ কারণে প্রশিক্ষণ পরিচালনার পূর্বে এগুলোর কেন্দ্রে প্রাপ্যতা নিশ্চিত করতে হয়।

মাধ্যমিক শিক্ষাক্রমের সফল বাস্তবায়নে পরীক্ষা ও মূল্যায়ন

মূল্যায়ন শিক্ষণ কার্যক্রমের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। মূল্যায়নের মাধ্যমে শিক্ষার্থী শিখনফল কতটা অর্জন করতে পারল কিংবা শিক্ষণের উদ্দেশ্য কী পরিমাণে অর্জিত হল তা যাচাই করা সম্ভব। একটি শিক্ষাক্রমের সফল বাস্তবায়নের জন্য মূল্যায়ন একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া।

বিদ্যালয়ে শিক্ষক প্রতিদিন পাঠদান করার পর ঐ পাঠের ধারাবাহিক মূল্যায়ন করবেন। একটি অধ্যায় শেষ হওয়ার পর তার মূল্যায়ন করবেন। কোনো কোনো বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সাপ্তাহিক ও মাসিক মূল্যায়নের ব্যবস্থা করে থাকেন। এছাড়াও প্রত্যেক বিদ্যালয়ে কমপক্ষে তিনটি পরীক্ষা গ্রহণের বিষয় শিক্ষাক্রমে উল্লেখ করা হয়েছে- প্রথম সাময়িকী, দ্বিতীয় সাময়িকী এবং বার্ষিক পরীক্ষা। চূড়ান্ত মূল্যায়নের জন্য দুটি সাময়িকী ও বার্ষিক পরীক্ষার মধ্যে নম্বর ৪০% ও ৬০%।

শিক্ষাক্রম অনুযায়ী সাময়িক ও বার্ষিক বর্ণনামূলক মূল্যায়নের জন্য নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষা ও বর্ণনামূলক প্রশ্ন ব্যবহার করার উল্লেখ রয়েছে। প্রশ্নে সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন থাকবে। নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষায় বহু নির্বাচনী, মিলকরণ,শূন্যস্থান পূরণ ইত্যাদি প্রশ্ন থাকবে। দৈনিক পাঠের পর এবং সাপ্তাহিক মূল্যায়নে প্রয়োজনবোধে সংক্ষিপ্ত ও বহুনির্বাচনী প্রশ্ন ব্যবহার করা যাবে।

মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষাক্রমে কতগুলো বিষয়ের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। এগুলো হল- ধর্মীয় ও নৈতিক, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক মূল্যবোধের প্রতিষ্ঠা, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী গঠন, বৈজ্ঞানিক দক্ষতা সৃষ্টি, দেশাত্মবোধ ও মানবতাবোধের জাগরণ ইত্যাদি। পরীক্ষা ও মূল্যায়ন 'পদ্ধতি ও প্রক্রিয়ায়' এগুলো মূল্যায়নের ব্যবস্থা রাখতে হবে। জ্ঞানের বিভিন্ন স্তর বা পর্যায় যেমন- জ্ঞান, অনুধাবন, প্রয়োগ, বিশ্লেষণ, সংশ্লেষণ ইত্যাদির ওপর শিখনের মূল্যায়ন করতে হবে। মনোনিবেশ করা বা মনোযোগী হওয়া (Receiving and attending), জবাব দেওয়া (Responding), মূল্য দেওয়া (Valuing) ইত্যাদির মূল্যায়ন করতে হবে। ব্যক্তিগত ও

দৈহিক সামর্থ্য (Personal and Physical abilities), দক্ষতা সম্পন্ন চলন (Skilled Movement) এবং সুষম যোগাযোগ (Non-discursive Communication) ইত্যাদির মূল্যায়ন প্রয়োজন। অর্থাৎ শিখনের তিনটি দিকই (Cognitive, Psychomotor and Affective Domain) পরীক্ষা ও মূল্যায়নে যথাযথ গুরুত্ব দিতে হবে।

মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাক্রম কাঠামোর অন্তর্ভুক্ত প্রতিটি বিষয়ভিত্তিক শিক্ষাক্রমে বিষয়ের শ্রেণিভিত্তিক উদ্দেশ্য, শিখনফল ও বিষয়বস্তুর সঙ্গে পরীক্ষা ও মূল্যায়ন পদ্ধতি বর্ণনা করা হয়েছে। এতে শিখনফল ও শিক্ষণের উদ্দেশ্য কতটুকু অর্জিত হয়েছে তা পরীক্ষা ও মূল্যায়ন পদ্ধতির মাধ্যমে যাচাই করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এখানে উল্লেখ্য যে সরকারি পর্যায়ে একটি কমিটি বিভিন্ন বিষয় কমিটির সুপারিশকৃত মূল্যায়ন পদ্ধতির মধ্যে সমতা বিধানের লক্ষ্যে কাজ করে।

পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমের সফল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে পরীক্ষা ও মূল্যায়ন পদ্ধতির সংস্কার করা প্রয়োজন। মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের সেসিপ (SESIP) প্রকল্প 'বিদ্যালয়ভিত্তিক মূল্যযাচাই' এ প্রশ্নের গুণগতমান উন্নয়ন এবং বিভিন্ন ধরনের প্রশ্নের ব্যবহার সম্পর্কে শিক্ষকবৃন্দের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেছে। এতে গতানুগতিক প্রশ্ন করার পরিবর্তে বহু নির্বাচনী, ও কাঠামোবদ্ধ প্রশ্ন অর্থাৎ ব্যাপক বৈচিত্রপূর্ণ প্রশ্ন প্রণয়নের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। এ প্রশ্নগুলো অনুধাবন, উপলব্ধি, বিশ্লেষণ, মূল্যায়ন এবং অন্যান্য বৌদ্ধিক দক্ষতাগুলো যাচাই করতে পারে। এতে স্মরণ বা মুখস্থ করার পরিবর্তে দক্ষতা যাচাইকরণের উপর জোর দেওয়া হয়েছে।

এ ধরনের প্রশ্নের ব্যবহার সংক্রান্ত কার্যক্রমের উদ্দেশ্য হচ্ছেঃ

- তথ্য স্মরণ করার ক্ষমতা যাচাই করার পরিবর্তে শিক্ষার্থীর বিভিন্ন দক্ষতা যাচাই করা।
- পাঠ্যপুস্তকের প্রশ্ন ব্যবহার না করে মৌলিক প্রশ্ন ব্যবহার করা।
- বিভিন্ন উপস্থাপন কৌশল প্রয়োগ করে প্রশ্নসমূহকে আকর্ষণীয় করা।
- নম্বর প্রদানে যেন অধিক নির্ভরযোগ্য হয় সেজন্য প্রশ্নকে বস্তুনির্ভর করা।
- সমগ্র শিক্ষাক্রমকে মূল্যায়নের আওতাভুক্ত করা।
- সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন ও বিস্তৃত-উত্তর প্রশ্ন ব্যবহার করা।

বিদ্যালয়ভিত্তিক মূল্যায়ন পদ্ধতির সুবিধা হচ্ছেঃ

- মূল্যায়ন ধারাবাহিক হওয়ার কারণে ফলাফল শুধুমাত্র একটি সুযোগের উপর নির্ভর করে না।
- কয়েকবার পরিমাপ করার ফলে মূল্যায়ন অধিক নির্ভরযোগ্য হয়।
- সমগ্র শিক্ষাক্রমকে মূল্যায়নের অন্তর্ভুক্ত করার সুযোগ নিশ্চিত হয়।

– লিখিত পরীক্ষা ছাড়াও অন্যান্য কৌশল বা পদ্ধতির ব্যবহার করা সম্ভব হয়।
– শিক্ষণ ও মূল্যায়নের মধ্যে সরাসরি সম্পর্ক স্থাপন করা যায়।
– শিক্ষকের আত্মবিশ্বাস এবং মর্যাদা বাড়াতে সাহায্য করে।

(সূত্রঃ সেসিপ সংবাদ, তৃতীয় সংখ্যা, অক্টোবর ২০০২)

আমাদের দেশে নিম্ন মাধ্যমিক পর্যায়ের ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ শিক্ষাক্রমে অনুসৃত নীতিমালা অনুযায়ী শ্রেণি পরীক্ষা, সাময়িকী ও বার্ষিক পরীক্ষা নিয়ে থাকেন। নবম ও দশম শ্রেণির শ্রেণি পরীক্ষা ও প্রথম সাময়িকী পরীক্ষা এবং প্রি-টেস্ট বিদ্যালয়ের শিক্ষকমণ্ডলী দ্বারা পরিচালিত হয় তবে পাবলিক পরীক্ষা মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক প্রণীত প্রশ্নমালা অনুযায়ী গৃহীত হয়ে থাকে। শিক্ষাক্রম পরিমার্জনের সাথে সাথে পরীক্ষা ও মূল্যায়নের নীতিমালা সরকারি পর্যায়ে সংস্কার করা হয় যেন এ নীতিমালা অনুসরণ করে শিক্ষাক্রমের সফল বাস্তবায়ন সম্ভব হয়।

শিক্ষাক্রম বিস্তরণ উত্তর কার্যক্রম

শিক্ষাক্রম বিস্তরণ প্রশিক্ষণের পর কোন শিক্ষাক্রম প্রবর্তন করা হলেই যে তা কার্যকরভাবে ব্যবহার হবে তা ঠিক নাও হতে পারে। এজন্য ধারাবাহিকভাবে পরিবীক্ষণ, পর্যবেক্ষণ ও তত্ত্বাবধান করা প্রয়োজন। শিক্ষকদের সাথে পরামর্শ করে শিক্ষার গুণগতমান বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় যোগান ও সম্পূরক শিখন সামগ্রীর প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে হয়। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে এজন্য বিভিন্ন পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। গণমাধ্যম যেমন পত্রপত্রিকা, রেডিও , টিভি ও ভ্রাম্যমান প্রশিক্ষণ দলের মাধ্যমে যোগান দেওয়া হয়। বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষায় চাকরিকালীন প্রশিক্ষণ তথা সাব-ক্লাস্টার প্রশিক্ষণের মাধ্যমে এরূপ প্রশিক্ষণ উত্তর কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। এতে শিক্ষকবৃন্দকে নানা ধরনের লিফলেটের মাধ্যমে উৎসাহ উদ্দীপনার যোগান দিয়ে তাদেরকে সচল রাখার ব্যবস্থা করা হয়। মাধ্যমিক স্তরে বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের স্বল্পমেয়াদী প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বিষয়ভিত্তিক শিক্ষাক্রম ও এর বাস্তবায়ন সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে এবং হচ্ছে।

শিক্ষাক্রম বিস্তরণ উত্তর কার্যক্রমের মাধ্যমে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া যায়। যেমন-

- শিক্ষাক্রমের আওতাভুক্ত বিষয়সমূহের জন্য যে শিখন সামগ্রী প্রস্তুত করা হয় তার কোথায় গলদ আছে এবং ব্যবহারে তত কার্যকর নয় তা জানা যায়।
- কোন কোন বিষয় কেবল জ্ঞান আহরণের উপযোগী কিন্তু প্রয়োগ, বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণের দিকগুলো তেমন গুরুত্ব পায়নি ইত্যাদি।

এর কারণ হিসেবে দু'টি দিক চিহ্নিত করা যায়-

- শিক্ষাক্রমের মধ্যে ত্রুটি আছে কিংবা
- শিক্ষকগণ যথাযথভাবে নতুন পদ্ধতি অনুসরণে শ্রেণিতে পাঠদান করতে সক্ষম হয়নি।

এ অবস্থায় এসব ত্রুটি নিরসনের জন্য সঠিক কারণ চিহ্নিত করে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়।

শিক্ষাক্রমের উপযোগিতা একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য থাকে। আজ যা উপযোগী কাল তা অনুপযোগী হয়ে পড়ে। সে কারণে পরিবর্তিত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষাক্রমের পরিবর্তন অনিবার্য হয়ে পড়ে।

শিক্ষাক্রম বাস্তবায়ন উত্তর কার্যক্রমের মাধ্যমে দুর্বলতা চিহ্নিত করে তা দূরীকরণের উদ্দেশ্যে শিখনসামগ্রীর পুন: পরিমার্জন করা হয়। এভাবে পর্যায়ক্রমে শিক্ষাক্রম পরিবর্তন করা সম্ভব হয়। এ পরিবর্তনের কাজ তুলনামূলকভাবে সহজ। এর জন্য নতুন পরিকল্পনার প্রয়োজন হয় না। প্রচলিত কৌশল ও পদ্ধতি উপকরণ ব্যবহার করে এই কাজ সম্পন্ন করা যায়।

শিক্ষাক্রম পুরোপুরি নবায়ন করতে হলে উদ্দেশ্য থেকে শুরু করে বাস্তবায়ন পর্যন্ত সকল পর্যায়ের কাজ ধারাবাহিকভাবে সম্পন্ন করতে হয়। এতে জনবল, সময়, অর্থ এবং প্রয়োজনীয় যোগদানের দরকার হয়। মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের সহায়তায় শিক্ষাক্রম পরিমার্জন সংস্থা সামগ্রীকভাবে এসব কার্যক্রমের অগ্রগতি পরিবীক্ষণের দায়িত্ব পালন করে।

মূল্যায়নঃ

১. পরিমার্জিত শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কী কী প্রতিবন্ধকতা রয়েছে বলে আপনি মনে করেন তা ব্যাখ্যা করুন।

২. শিক্ষাক্রমের সফল বাস্তবায়নে পরীক্ষা ও মূল্যায়নের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করুন।

সম্ভাব্য উত্তরঃ

পর্ব-খঃ

১. বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ ম্যানুয়েল।
২. শিক্ষাক্রম কাঠামো অর্থাৎ শিক্ষাস্তরের সকল বিষয়।
৩. সংশ্লিষ্ট শিক্ষাস্তরের পাঠ্যসূচি ও মানবণ্টন।
৪. সংশ্লিষ্ট শিক্ষাস্তরের সকল পাঠ্যপুস্তক।
৫. বিভিন্ন বিষয়ের শিক্ষক নির্দেশিকা।
৬. বিশদ প্রশিক্ষণ কর্ম পরিকল্পনা।
৭. শিখন শেখানো সহায়ক শিক্ষা উপকরণসমূহ।
৮. শিক্ষাক্রম বিস্তরণ প্রশিক্ষণের বিভিন্ন পর্যায়ে ও স্থানে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নামের তালিকা।
৯. প্রশিক্ষণ উপকরণ যেমন- ওএইচপি, ভিডিও ক্যাসেট, টেপ রেকর্ডার ইত্যাদি।
১০. প্রশিক্ষণপূর্ব ও প্রশিক্ষণ উত্তর মূল্যায়ন ছক।
১১. বিভিন্ন ধরনের কাগজ ও কলম।
১২. ভ্রমণ ভাতা, দৈনিক ভাতা, সম্মানি বিল ফরম ইত্যাদি।
১৩. প্রশিক্ষণ সহায়ক সামগ্রী যেমনঃ ফোল্ডার, কলম, প্যাড, নিবন্ধন পত্র।

পর্ব-গঃ

বিদ্যালয়ভিত্তিক মূল্যায়ন পদ্ধতির সুবিধা হচ্ছেঃ

– মূল্যায়ন ধারাবাহিক হওয়ার কারণে ফলাফল শুধুমাত্র একটি সুযোগের উপর নির্ভর করে না।
– কয়েকবার পরিমাপ করার ফলে মূল্যায়ন অধিক নির্ভরযোগ্য হয়।
– সমগ্র শিক্ষাক্রমকে মূল্যায়নের অন্তর্ভুক্ত করার সুযোগ নিশ্চিত হয়।
– লিখিত পরীক্ষা ছাড়াও অন্যান্য কৌশল বা পদ্ধতির ব্যবহার করা সম্ভব হয়।
– শিক্ষণ ও মূল্যায়নের মধ্যে সরাসরি সম্পর্ক স্থাপন করা যায়।
– শিক্ষকের আত্মবিশ্বাস এবং মর্যাদা বাড়াতে সাহায্য করে।

ইউনিট-৭ **অধিবেশন-২**

বিদ্যালয় পর্যায় : পাঠ্যপুস্তক ও পর্যাপ্ত সহায়ক সামগ্রী

ভূমিকা

শিক্ষাক্রম বাস্তবায়ন এবং বিস্তরণে শিক্ষক, শিক্ষার্থী, শিক্ষা ব্যবস্থা, একাডেমিক তত্ত্বাবধায়ক, শিক্ষা প্রশাসকবৃন্দ ইত্যাদি ছাড়াও পাঠ্যপুস্তক ও অন্যান্য সহায়ক সামগ্রীর অপরিসীম ভূমিকা রয়েছে। এসব সহায়ক সামগ্রীর মধ্যে শিক্ষকদের জন্য রয়েছে শিক্ষক নির্দেশিকা, প্রশ্ন-পুস্তিকা, শিক্ষা উপকরণ এবং শিক্ষার্থীর জন্য রয়েছে পাঠ্যপুস্তক, ওয়ার্কবুক, ওয়ার্কশীট, শিক্ষা উপকরণ ইত্যাদি।

শিক্ষাক্রমের সফল বাস্তবায়নের জন্য প্রতিটি বিদ্যালয়ে এ সকল সামগ্রীর পর্যাপ্ত প্রাপ্তি এবং কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিত করা একান্ত প্রয়োজন। বিদ্যালয়ে শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে অনেকটা দায়িত্ব অর্পিত হয় শ্রেণি শিক্ষকের উপর। শিক্ষকই পাঠদানের মাধ্যমে শিক্ষাক্রমের বিষয়বস্তু শিক্ষার্থীর কাছে তুলে ধরেন এবং কাঙ্খিত শিখনফল অর্জনে সহায়তা করেন। শ্রেণিকক্ষে এ দায়িত্ব পালনের জন্য শিক্ষকের নানা ধরনের প্রস্তুতির প্রয়োজন হয়। যেমন: শিক্ষাক্রম ও প্রশিক্ষণ ম্যানুয়েল সংরক্ষণ, জ্ঞানসম্মত পাঠ্যপুস্তক নির্বাচন, শিক্ষক নির্দেশিকা ব্যবহার, শিক্ষা উপকরণ সংগ্রহ, তৈরি ইত্যাদি।

উদ্দেশ্য

এই অধিবেশন শেষে আপনি–

- শিক্ষাক্রম প্রশিক্ষণ ম্যানুয়েল বিদ্যালয়ে সংরক্ষণের গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারবেন।
- মানসম্মত পাঠ্যপুস্তক নির্বাচন করার কৌশল বর্ণনা করতে পারবেন।
- শিক্ষক নির্দেশিকা ব্যবহারের সুবিধাদি ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- শিক্ষা উপকরণ সংগ্রহ, তৈরি ও সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করতে পারবেন।

পর্বসমূহ

পর্ব-কঃ শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নে বিদ্যালয় পর্যায়ে পাঠ্যপুস্তক ও পর্যাপ্ত সহায়ক সামগ্রীর গুরুত্ব

শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নে বিদ্যালয় পর্যায়ে সহায়ক শিখন সামগ্রী হলো পাঠ্যপুস্তক, শিক্ষক নির্দেশিকা, প্রশ্নপুস্তিকা, শিক্ষা উপকরণ, ওয়ার্কবুক, ওয়ার্কশীট ইত্যাদি। শিক্ষকবৃন্দ এ সকল শিখন সামগ্রীর যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর কাঙ্খিত শিখনফল বা আচরণ পরিবর্তনে সহায়তা করে। শ্রেণিকক্ষে এ দায়িত্ব বা কর্তব্য পালনের জন্য নানা ধরনের প্রস্তুতির প্রয়োজন হয়। যেমন: শিক্ষাক্রম ও বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ ম্যানুয়েল সংরক্ষণ ও তা শিক্ষকদের ব্যবহারের সুযোগ সৃষ্টি করা। শ্রেণিকক্ষে সফলতার সাথে পাঠদানের জন্য শিক্ষক নির্দেশিকা ব্যবহারে শিক্ষকদের উদ্বুদ্ধ করা। এতে শিক্ষকরা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই সফলতার সাথে পুস্তকটি পড়িয়ে শেষ করতে পারবেন। এছাড়াও শিক্ষক নির্দেশিকায় আরও অন্যান্য বিষয়-এর উল্লেখ রয়েছে যা একটি কার্যকরী পাঠের জন্য প্রয়োজন।

প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আসুন আমরা শিক্ষক নির্দেশিকা ব্যবহারের পাঁচটি সুবিধা নিম্নের ছকে লেখার চেষ্টা করি।

-
-
-
-
-

ইউনিট-৭ **অধিবেশন-২**

মূল শিখনীয় বিষয়

বিদ্যালয়ে পর্যায়ে পাঠ্যপুস্তক ও পর্যাপ্ত সহায়ক সামগ্রীর গুরুত্ব

শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর জন্য পাঠ্যপুস্তক ছাড়াও অন্যান্য সহায়ক শিখন সামগ্রীর ভূমিকা রয়েছে। যেমন- শিক্ষকদের জন্য রয়েছে শিক্ষাক্রম, শিক্ষক নির্দেশিকা, প্রশ্নপুস্তিকা, শিক্ষা উপকরণ এবং শিক্ষার্থীদের জন্য রয়েছে পাঠ্যপুস্তক, ওয়ার্কবুক, ওয়ার্কসীট, শিক্ষা উপকরণ ইত্যাদি। শিক্ষাক্রমের সফল বাস্তবায়নের জন্য বিদ্যালয়ে এগুলোর প্রাপ্তি নিশ্চিত করা প্রয়োজন ও সেই সাথে প্রয়োজন এগুলোর কার্যকর ব্যবহার।

শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নে শিক্ষকের দায়িত্ব

শিক্ষাক্রম বিস্তরণ কাজ সম্পন্ন হওয়ার পর বিদ্যালয়ে শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নের দায়িত্ব এসে বর্তায় শ্রেণি শিক্ষকের উপর। কারণ তিনিই শিক্ষাক্রমের বিষয়বস্তু পাঠদানের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর কাছে তুলে ধরেন এবং কাঙ্খিত আচরণ পরিবর্তনে সহায়তা করেন। শ্রেণিকক্ষে এ দায়িত্ব পালনের জন্য শিক্ষকের নানা ধরনের প্রস্তুতির প্রয়োজন হয়। যেমন:

- শিক্ষক বিষয়ভিত্তিক শিক্ষাক্রম সম্পর্কে পুরোপুরি ধারণা নেবেন। শিক্ষাক্রম বিস্তরণ প্রশিক্ষণে অংশ নেবেন। এ প্রশিক্ষণে প্রেরণের জন্য বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। কারণ শিক্ষক যদি শিক্ষাক্রমের খুঁটিনাটি বিষয়গুলো সম্পর্কে অবহিত না থাকেন যেমন উদ্দেশ্য, শিখনফল, শিখন শেখানো পদ্ধতি, শ্রেণিসংগঠন ও ব্যবস্থাপনা এবং মূল্যায়ন কৌশল সম্পর্কে ধারণা না থাকে তাহলে তার পক্ষে শ্রেণিকক্ষে শিক্ষাক্রমের সঠিক বাস্তবায়ন সম্ভব হবে না। এজন্য বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের উচিত শিক্ষাক্রম ও বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ ম্যানুয়েলের কপি এনসিটিবি থেকে সংগ্রহ করে শিক্ষকদের ব্যবহার করার সুযোগ সৃষ্টি করা। একটি বিদ্যালয়ে শিক্ষকদের সংখ্যা অনুযায়ী কয়েকটি শিক্ষাক্রম ও বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ ম্যানুয়েলের কপি থাকা প্রয়োজন। বিদ্যালয় পাঠাগার এবং শিক্ষকদের কমনরুমে এগুলো সংরক্ষণ করা উচিত।

- পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমের সঠিক বাস্তবায়নের জন্য একটি মানসম্মত পুস্তক নির্বাচন করবেন শিক্ষক । বর্তমানে এনসিটিবি'র প্রকাশিত পাঠ্যপুস্তক ছাড়াও বেসরকারিভাবে প্রকাশকগণ এনসিটিবির অনুমোদনক্রমে পাঠ্যপুস্তক প্রকাশ করছে। অতএব বাজারের বিভিন্ন পাঠ্যপুস্তকের মধ্যে কোন পুস্তকটি শিক্ষাক্রমের দিক নির্দেশনা অনুযায়ী রচিত হয়েছে, প্রতিটি শিখনফল অনুযায়ী পুস্তকে বিষয়বস্তু অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে কিনা, প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ, যথাস্থানে সঠিক চিত্র সংযোজন ইত্যাদি করা হয়েছে কিনা, লেখায় ও ছবিতে জেন্ডার সমতা

আছে কিনা, শিক্ষার্থীর সৃজনশীল চিন্তা ভাবনার সুযোগ আছে কিনা, অনুশীলনীতে জ্ঞানের তিনটি ক্ষেত্র থেকে বৈচিত্র্যপূর্ণ প্রশ্ন সংযোজন করা হয়েছে কিনা, হাতে কলমে কাজের সুযোগ রাখা হয়েছে কিনা, সর্বোপরি পুস্তকটি সবদিক থেকে আধুনিক, আকর্ষণীয়, শিক্ষার্থীর উপযোগী ও পড়ার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি করে কিনা তা যাচাই করে দেখতে হবে। শিক্ষক গুণগতমানের বই নির্বাচন করে শিক্ষার্থীদের জানিয়ে দেবেন যেন তারা বিভ্রান্তি না হয়ে মানসম্মত পুস্তক ক্রয় করতে পারে। শুধু শিক্ষার্থীর জন্যই নয়, বিদ্যালয়ের পাঠাগারের জন্যও বিভিন্ন লেখকের প্রকাশিত পুস্তক, সহায়ক পুস্তক ইত্যাদির জন্য শিক্ষককে বই নির্বাচন করতে হবে। কর্তৃপক্ষের সহায়তায় সেগুলোর কয়েকটি কপি ক্রয় করার ব্যবস্থা করতে হবে। পাঠাগারে এ পুস্তকগুলো শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের ব্যবহার উপযোগী করতে হবে।

- পাঠ্যপুস্তক ছাড়াও এনসিটিবির প্রকাশিত প্রতিটি বিষয়ের শিক্ষক নির্দেশিকা রয়েছে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে প্রশ্নপুস্তিকা রয়েছে। কর্তৃপক্ষের সহায়তায় শিক্ষক সেগুলো সংগ্রহ করবেন। শিক্ষাক্রম, পাঠ্যপুস্তক, শিক্ষক নির্দেশিকা ইত্যাদি প্রয়োজনীয় শিখন সামগ্রীগুলো এমন স্থানে রাখতে হবে যেন সকল শিক্ষক কাজের সময় এগুলো হাতের কাছে পান এবং প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি গ্রহণ করে শ্রেণি শিখন শেখানো কাজ পরিচালনা করতে পারেন। শ্রেণিকক্ষের শিখন শেখানো কাজ সহজতরভাবে পরিচালনা করতে শিক্ষক নির্দেশিকা শিক্ষকের জন্য খুবই সহায়ক। এতে পাঠ্যপুস্তকের প্রতি অধ্যায়কে মোট কার্যদিবসের সংখ্যার দিকে লক্ষ্য রেখে দৈনিক পাঠে ভাগ করা হয়েছে।

শিক্ষক নির্দেশিকা ব্যবহারের সুবিধা

শিক্ষক নির্দেশিকা অনুসরণ করে পাঠদান করলে শিক্ষক সফলতার সাথে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই পাঠ্যপুস্তকটি পড়িয়ে শেষ করতে পারবেন। শুধু তাই নয় শিক্ষক নির্দেশিকার প্রতিটি পাঠে উল্লেখ রয়েছে -

- অধ্যায়ের নাম
- পাঠের শিরোনাম
- পাঠের শিখনফলসমূহ
- প্রয়োজনীয় শিক্ষা উপকরণের তালিকা
- পিরিয়ড সংখ্যা
- শিখন শেখানো পদ্ধতি
- মূল্যায়ন কৌশল ও প্রশ্নপত্র
- পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের জন্য নিরাময় ব্যবস্থা ও কৌশল ইত্যাদি।

অতএব প্রত্যেক শিক্ষকের উচিত পাঠ্যপুস্তক ও বিষয়ভিত্তিক শিক্ষক নির্দেশিকার প্রতিটি পাঠ ভালভাবে আয়ত্ত করে শ্রেণিকক্ষে যাওয়া এবং আকর্ষণীয়ভাবে শিক্ষার্থীদের সক্রিয় রেখে পাঠ উপস্থাপন করা।

পাঠ উপস্থাপনে শিক্ষকের জন্য যে উপকরণ ব্যবহারের নির্দেশনা শিক্ষক নির্দেশিকায় দেওয়া হয়েছে শিক্ষক পূর্বেই সেগুলো যোগাড় করে নেবেন। পাঠের জন্য শিক্ষককে বাস্তব ও অর্ধবাস্তব উপকরণ নিজে যোগাড় করা ছাড়াও কৌশলে শিক্ষার্থীদের দ্বারা জোগাড় করে নেওয়ার পদক্ষেপ নিতে পারেন। সব ক্ষেত্রেই দামী যন্ত্রপাতি ও উপকরণ ব্যবহার করার প্রয়োজন পড়ে না। কিছু কিছু উপকরণ আশে পাশের পরিত্যক্ত জিনিস থেকে তৈরি করা যায়। আবার মডেল, চিত্র, চার্ট, বাস্তব উপকরণ ইত্যাদি সবসময় ক্রয় করার প্রয়োজন হয় না। এসব উপকরণ শিক্ষার্থীদের সাহায্য নিয়ে শিক্ষক নিজেই তৈরি বা সংগ্রহ করে নিতে পারেন। তবে মনে রাখতে হবে,কোন অবস্থাতেই শিক্ষার্থীদের উপর চাপ সৃষ্টি করা যাবে না। তারা যেন শিক্ষকের দিক নির্দেশনা অনুযায়ী বিদ্যালয় ছুটিকালীন সময়ে এ কাজগুলো করতে পারে তার জন্য বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এবং শিক্ষক তাদের উদ্বুদ্ধ করবেন। তবে এরজন্য অভিভাবকদের অনুমতি নেওয়ার প্রয়োজন রয়েছে। শিক্ষার্থীদের দ্বারা তৈরি উপকরণ শ্রেণি শিখন শেখানো কাজে ব্যবহার করলে এর শিক্ষাগত মূল্য বেড়ে যায়। শিক্ষার্থীরা নিজেরা এসব উপকরণ তৈরি করে বলে তার অর্জিত জ্ঞান অত্যন্ত বাস্তব হয়। এছাড়া শিক্ষার্থীরা পরিবেশের বর্জ্য পদার্থের পুনর্ব্যবহার শেখে, শ্রমের প্রতি মর্যাদাশীল হয় এবং আত্মবিশ্বাসী হয়, নির্মাণমূলক দক্ষতা গড়ে উঠে এবং সৃজনী প্রতিভার বিকাশ ঘটে। তাছাড়া নিজেদের তৈরি উপকরণ ব্যবহার করলে শিক্ষক শিক্ষার্থী উভয়েই আনন্দ লাভ করেন। শিক্ষার্থীরাও আগ্রহ সহকারে এ ধরনের কাজে অংশগ্রহণ করে। এ ধরনের উপকরণ সংরক্ষণ করলে সেগুলো বছরের পর বছর ব্যবহার করা যায়। তবে সব ধরনের উপকরণ বিদ্যালয়ে গুছিয়ে রাখতে হবে যেন প্রয়োজনের সময় হাতের কাছে পাওয়া যায়।

বিদ্যালয়ে শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নের দায়িত্ব

বিদ্যালয়ে শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নের দায়িত্ব শুধু শ্রেণি শিক্ষকেরই নয়, প্রধান শিক্ষক, শিক্ষা তত্ত্বাবধায়ক, ম্যানেজিং কমিটির সদস্যবৃন্দ, অভিভাবক, সকলেরই কিছু না কিছু দায়িত্ব রয়েছে। বিদ্যালয়ের ভৌত সুবিধাদি নিশ্চিত করা ছাড়াও সকলেই নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করলে বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীরা নিয়মিত উপস্থিত থাকবে, বিদ্যালয়ের প্রতি শিক্ষার্থীদের আকর্ষণ বৃদ্ধি পাবে। সর্বোপরি তার শিক্ষার কাঙ্খিত উদ্দেশ্য তথা শিক্ষাক্রমের কাঙ্খিত উদ্দেশ্য কিছুটা হলেও পূরণ হবে। সকলের সম্মিলিত ও সমন্বিত প্রচেষ্টা শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নের কার্যক্রমকে সাফল্যমণ্ডিত করতে পারে।

মূল্যায়নঃ

১. শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নে মানসম্মত পাঠ্যপুস্তক নির্বাচনের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করুন।

২. শিক্ষা উপকরণ সংগ্রহ, তৈরি ও সংরক্ষণের কৌশল বর্ণনা করুন।

সম্ভাব্য উত্তরঃ

পর্ব-ক

শিক্ষক নির্দেশিকার প্রতিটি পাঠে উল্লেখ রয়েছে:

- পাঠের শিখনসমূহ
- প্রয়োজনীয় শিক্ষা উপকরণের তালিকা
- পিরিয়ড সংখ্যা
- শিখন শেখানো পদ্ধতি
- মূল্যায়ন কৌশল ও প্রশ্নপত্র
- পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের জন্য নিরাময় ব্যবস্থা ও কৌশল ইত্যাদি।

ইউনিট-৭ **অধিবেশন-৩**

পাঠ-পরিকল্পনা

ভূমিকা

পাঠ হলো কোন নির্দিষ্ট বিষয়ের একদিন শ্রেণিকক্ষে উপস্থাপিত অংশ। এ ধরনের দৈনিক পাঠের জন্য সামগ্রিকভাবে যে মূল পরিকল্পনা করা হয় সেটাই হলো পাঠ-পরিকল্পনা। এল. বি. স্ট্যান্ডস (L.B stands) এর মতে "পাঠ পরিকল্পনা হচ্ছে শ্রেণিকক্ষে পাঠের বিষয়বস্তু প্রয়োগের কার্যকর পরিকল্পনা"।

কার্যকরী ও সফল পাঠের লক্ষ্যে পৌঁছানোর পথ সহজ করে বলেই পাঠদানের ক্ষেত্রে পাঠ-পরিকল্পনা অপরিহার্য। একটি সুপরিকল্পিত পাঠ পরিকল্পনা শিক্ষককে পাঠদানে বিভিন্নভাবে সহায়তা করে। যেমন: নির্দিষ্ট সময়ে পাঠদান শেষ করা, পাঠদানের প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি গ্রহণ করা, উপযুক্ত উপকরণ সংগ্রহ ও আনন্দদায়ক করা ইত্যাদি।

এই অধিবেশনে পাঠ-পরিকল্পনার ধারণা ও তার গুরুত্ব, পাঠ-পরিকল্পনার মূলনীতি এবং পাঠ-পরিকল্পনা প্রণয়ন সম্পর্কে বিস্তারিত জানব।

উদ্দেশ্য

এই অধিবেশন শেষে আপনি–

- পাঠ-পরিকল্পনার ধারণা ব্যক্ত করতে পারবেন।
- পাঠ-পরিকল্পনার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- পাঠ-পরিকল্পনার মূলনীতি এবং বিভিন্ন ধাপ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- পাঠ-পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে পারবেন।

পর্বসমূহ:

পর্ব-ক : পাঠ-পরিকল্পনা ধারণা ও গুরুত্ব

পাঠ-পরিকল্পনা বলতে পাঠের পূর্ব পরিকল্পনাকে বোঝায়। আর যে কোন পরিকল্পনা কাজের নির্দেশ প্রদান করে। স্বার্থক উপায়ে কর্ম সম্পাদনের জন্য সুচিন্তিত ও ধারাবাহিক কর্মসূচি যা পাঠদান করার জন্য ব্যবহৃত হয় তাকে পাঠ-পরিকল্পনা বলে।

পাঠ পরিকল্পনার গুরুত্ব বা প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। যেমন: পাঠ-পরিকল্পনা ব্যবহার করলে সময়ের অপচয় রোধ করা যায় এবং পাঠকে আনন্দদায়ক ও ফলপ্রসূ করা যায়।

আসুন শিক্ষার্থী বন্ধুরা, পাঠ-পরিকল্পনা ব্যবহারের আরও পাঁচটি গুরুত্ব বা প্রয়োজনীয়তা নিচের ছকে লেখার চেষ্টা করি।

পাঠ-পরিকল্পনা ব্যবহারের গুরুত্ব বা প্রয়োজনীয়তা:

-
-
-
-
-
-

পর্ব-খ : পাঠ-পরিকল্পনা মূলনীতি এবং বিভিন্ন ধাপ

পাঠ-পরিকল্পনা প্রণয়নের সময় কতগুলো মূলনীতি বা শর্ত মেনে চলতে হয়। যেমন: শ্রেণি, সময়, শিক্ষার্থীর বয়স, শিক্ষার্থীদের পরিবেশ, পূর্বজ্ঞান, মানসিক পরিপক্কতা, মূল্যায়ন ও পদ্ধতি নির্ধারণ।

আবার পাঠ-পরিকল্পনার কয়েকটি ধাপও রয়েছে। ধাপগুলো হলো: প্রস্তুতি, উপস্থাপন, তুলনাকরণ, সামান্যীকরণ ও প্রয়োগ।

বন্ধুরা, নিম্নে পাঠটীকার নমুনা ছক এবং পাঠটীকার অংশগুলো দেওয়া হলো। পাঠটীকার অংশগুলো ছকের নির্দিষ্ট স্থানে সঠিকভাবে সাজাতে চেষ্টা করুন।

পাঠটীকার অংশগুলো হলঃ

পরিচিতি, শিখনফল, উপকরণ, শ্রেণি, শিক্ষার্থীর সংখ্যা, শিক্ষার্থীর বয়স, শিক্ষকের নাম, ক্রমিক নং, শ্রেণি, বিষয়, সাধারণ পাঠ, বিশেষ পাঠ, তারিখ, সময়, সোপান, প্রস্তুতি, সময়, শিক্ষকের কাজ, শিক্ষার্থীর কাজ, শিখন-শিখানো কার্যক্রম, প্রয়োগ, মূল্যায়ন বাড়ির কাজ। শুভেচ্ছা বিনিময়, শ্রেণি বিন্যাস, বাড়ির কাজ আদায়, পূর্বজ্ঞানের পরীক্ষা ও অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি, পাঠ ঘোষণা।

পাঠ পরিকল্পনা (নমুনা ছক)

(N.B) বর্তমানে বিভিন্ন টিচার্স ট্রেনিং কলেজে উপরোক্ত ছক ব্যবহৃত হচ্ছে।

পর্ব-গ : পাঠ-পরিকল্পনা প্রণয়ন

পূর্ববর্তী পর্বে আমরা পাঠ-পরিকল্পনার মূলনীতি এবং ধাপসমূহ সম্পর্কে জেনেছি। পাঠ-পরিকল্পনা প্রণয়নের ক্ষেত্রে / লিখার ক্ষেত্রে প্রথমে থাকবে পরিচিতি যেখানে শিক্ষার্থীদের পরিচয় থাকবে, কী বিষয় পড়ানো হবে, কতক্ষণ পড়ানো হবে, সময় ও তারিখ ইত্যাদি। পরবর্তীতে প্রস্তুতি, উপস্থাপন ও প্রয়োগ থাকবে।

আসুন, শিক্ষার্থী বন্ধুরা, এসবের উপর ভিত্তি করে আপনার পছন্দমত যে কোন একটি বিষয়ের একটি পাঠ-পরিকল্পনা নিম্নে তৈরি করি এবং পরে মূল শিখনীয় বিষয়ের সাথে মিলিয়ে নেই।

পাঠ-পরিকল্পনা

ইউনিট-৭ **অধিবেশন-৩**

মূল শিখনীয় বিষয়

পাঠ-পরিকল্পনা

কোন কাজ সুষ্ঠুভাবে উদ্দেশ্যানুগতভাবে সম্পাদনের জন্য প্রয়োজন পরিকল্পনা। শিক্ষা অর্জনের যে কোন ধারাই অবলম্বন করা হোক না কেন তাকে ফলপ্রসূ কার জন্য চাই সুষ্ঠু পরিকল্পনা। স্বার্থক উপায়ে কার্য সম্পাদনের জন্য পূর্বে প্রণীত সুচিন্তিত ও ধারাবহিক কর্মসূচিই হচ্ছে পরিকল্পনা। এই পরিকল্পনা হলো একটি বাস্তব কর্মের মানসিক অনুশীলন আর পাঠদান করার জন্য এই ধরনের যে পরিকল্পনা প্রণীত হয় তাই হলো পাঠ পরিকল্পনা অর্থাৎ সুষ্ঠুভাবে দৈনন্দিন শ্রেণিশিক্ষণ পরিচালনার জন্য সুচিন্তিত পদ্ধতিগত ধারাবাহিক প্রক্রিয়াসমূহের রূপরেখাই হল পাঠ পরিকল্পনা। তাছাড়া এল. বি. স্ট্যাণ্ডস (L.B stands) এর মতে "পাঠ পরিকল্পনা হচ্ছে শ্রেণিকক্ষে পাঠের বিষয়বস্তু প্রয়োগের কার্যকর পরিকল্পনা"।

পাঠ পরিকল্পনার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

বর্তমান গতিশীল সময় ও প্রযুক্তির যুগে পাঠ পরিকল্পনা ছাড়া সফল পাঠদান কল্পনা করা যায় না। নিম্নে পাঠ পরিকল্পনার গুরুত্ব তুলে ধরা হলোঃ

পাঠ পরিকল্পনার মাধ্যমে

- শিক্ষণ শিখনের উদ্দেশ্য জানা যায়।
- পাঠের বিষয় সম্পর্কে বিস্তারিত ধারণা লাভ করা যায়।
- উপযুক্ত পদ্ধতি ও কৌশল ব্যবহার করা যায়।
- সুশৃঙ্খল, ধারাবাহিক ও মনোবিজ্ঞান সম্মতভাবে পাঠ উপস্থাপন করা যায়।
- সময়ের অপচয় রোধ করা যায়।
- শিক্ষার্থীদের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা যায়।
- মূল্যায়নের কৌশল সম্পর্কে দিক নির্দেশনা পাওয়া যায় এবং শিক্ষার্থীর জ্ঞান, দক্ষতা ও কোন কোন ক্ষেত্রে মনোভাব যাচাই করা যায়।
- পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের জন্য নিরাময় ব্যবস্থা গ্রহণ এবং অগ্রগামী শিক্ষার্থীদের শিখনে সহায়তা করা যায়।
- পাঠদান প্রক্রিয়া আনন্দদায়ক ও ফলপ্রসূ হয়।
- বার্ষিক পরিকল্পনা গ্রহণ করা যায় এবং যথাসময়ে সিলেবাস শেষ করার দিক নির্দেশনা পাওয়া যায়।

পাঠটীকা প্রণয়নে লক্ষণীয় বিষয়

পাঠটীকা প্রণয়নের ক্ষেত্রে যেসব বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন-

- শিক্ষার্থীদের আর্থ সামাজিক ব্যবস্থা, বয়স, সামর্থ্য ও চাহিদা।
- সময় বিবেচনা।
- পাঠের উদ্দেশ্যসমূহ।
- বিষয়বস্তু নির্বাচন ও প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ।
- পাঠের পরিবেশ সৃষ্টির উপায় উল্লেখ ও পাঠ ঘোষণা।
- শিখন শিক্ষণ পদ্ধতি ও শিক্ষক শিক্ষার্থীর কাজ।
- উপযুক্ত উপকরণ নির্বাচন।
- পাঠ মূল্যায়নের জন্য যথাযথ প্রশ্ন প্রণয়ন যার মাধ্যমে শিখন ফল যাচাই করা যায়।
- শিক্ষার্থীর দুর্বলতা চিহ্নিত করণ ও পুনরালোচনা।
- বাড়ির কাজ প্রদান।

- **ভাল পাঠ পরিকল্পনার বৈশিষ্ট্য-**

১. পাঠদান উদ্দেশ্য ভিত্তিক হবে।
২. প্রয়োজনীয় উপকরণ ব্যবহার করে পাঠ দিতে হবে।
৩. যথাসময়ে পাঠদান করতে পারবে অর্থাৎ সময় সচেতন হবে।
৪. পাঠের ধারাবাকিতা বজায় থাকবে।
৫. শিক্ষার্থী আনন্দের সাথে পাঠ গ্রহণে সক্ষম হবে।

- **পরিকল্পনা বিহীন পাঠদান কর্মসূচি-**

১. উদ্দেশ্য যথাযথ বাস্তবায়ন হয় না।
২. পাঠদানে ধারাবাহিকতা বজায় থাকে না।
৩. পাঠে শিক্ষার্থী আনন্দ পায় না।
৪. পাঠ দানের সব অংশগুলো সময় মত সম্পন্ন করা যায় না।

- **পাঠ পরিকল্পনার সাথে ভাল শিক্ষকের সম্পর্ক-**

১. ভাল শিক্ষক অবশ্যই পাঠের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে সচেতন থাকবেন।
২. ধারাবাহিক ভাবে পাঠ দান করেন।
৩. যথা সময়ে উপকরণ ব্যবহার করেন।
৪. সময় সচেতন থাকেন।
৫. শিক্ষার্থীদের সাথে ভাল সম্পর্ক গড়ে তুলতে সচেষ্ট হবে।

পাঠ পরিকল্পনা প্রস্তুতির ভিত্তি

পাঠ পরিকল্পনা একজন শিক্ষককে পাঠদানের ক্ষেত্রে কীভাবে অগ্রসর হবেন তার নির্দেশনা দেয় এবং এলোমেলোভাবে শিক্ষাদান থেকে বিরত রাখে। তাই পাঠ পরিকল্পনা তৈরির আগে জানতে হবে কার জন্য পাঠ পরিকল্পনা? কিসের জন্য পরিকল্পনা? কেন পরিকল্পনা? ইত্যাদি। জার্মানির কনিসবার্স বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের অধ্যক্ষ ছিলেন জে. এফ. হার্বাট (১৭৭৬-১৮৪১) শিক্ষায় মনস্তাত্ত্বিক জ্ঞান প্রয়োগের প্রয়োজনীয়তার কথা বিবেচনা করেই তিনি শিক্ষাদানের জন্য একটি সুচিন্তিত পরিকল্পনা উদ্ভাবন করেন। তার পরিকল্পনার কাঠামোটি পরবর্তীকালে তাঁর শিষ্যদের দ্বারা আরো বিন্যস্ত হয়ে পাঁচ স্তর বিশিষ্ট পরিকল্পনার রূপ লাভ করে। শেষ পর্যন্ত পাঠটীকা রচনার কাজে এই পাঁচস্তর বিশিষ্ট পরিকল্পনাই হার্বাটের পঞ্চ সোপান নামে খ্যাতি লাভ করে এবং প্রায় সব বিষয়ের পাঠ পরিকল্পনার এই মৌলিক কাঠামোটি বিভিন্নভাবে অবলম্বন করে থাকে।

হার্বাটের চতুর্সোপান

১। প্রথম স্তর ঃ পূর্বজ্ঞানের সুস্পষ্টতা (clearness)

২। দ্বিতীয় স্তর ঃ নতুন তথ্যের সংযোজন (Association)

৩। তৃতীয় স্তরঃ শ্রেণিকরণ ও সামান্যীকরণ (Systematisation and generalization)

৪। চতুর্থ স্তর ঃ প্রয়োগ (Application)

হার্বাটের পঞ্চসোপান

হার্বাটের চারটি সোপান অনুসরণ করতে যেয়ে অসুবিধা দেখা দেওয়ায় জিলার, রেন প্রমুখ তার অনুগামীগণ হার্বাটের এই চারটি 'স্তরের কিছু পরিবর্তন করে প্রশিক্ষণার্থীদের পাঁচটি সোপানের প্রস্তাব করেন। তা হল ঃ

১। আয়োজন বা প্রস্তুতি (Preparation),

২। উপস্থাপন (Presentation),

৩। তুলনা বা বিমূর্তকরণ (Association or comparison),

৪। সামান্যীকরণ (Generalisation) ও

৫। অভিযোজন বা প্রয়োগ (Application)।

হার্বাটের ত্রিসোপান

পরবর্তীকালে হার্বাটের অনুগামী রেন ও জিলার এই পঞ্চসোপান নীতির আরও একবার সংস্কার করেন। এই নতুন সংস্করণে তিনটি সোপান রাখা হয়। তা হলঃ

১। আয়োজন বা প্রস্তুতি (Preparation),

২। উপস্থাপন (Presentation),

৩। প্রয়োগ (Application) ।

ইদানিং অনেকে পাঠদানের চারটি স্তরের কথা বলেন। এগুলো হল শিক্ষার্থীকে আকৃষ্ট করা (Catch), শিক্ষাদান (Teach), শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণ (Work) এবং প্রয়োগ (Review)। বিশ্লে-

ষণ করলে দেখা যায় এ চারটি স্তর মূলত হাবার্টের ত্রিসোপানের বাইরের কিছু নয়। তাই আমরা ত্রিসোপান নীতিই গ্রহণযোগ্য বলে মনে করব।

পাঠ পরিকল্পনার বিভিন্ন অনুক্রম ও ধাপসমূহ

শ্রেণি পাঠদানে যে পাঠ-পরিকল্পনা ব্যবহৃত হয়ে আসছে তার অংশগুলো নিম্নে আলোচনা করা হল ঃ প্রস্তুতি, উপস্থাপন ও মূল্যায়ন।

প্রস্তুতি

এই সোপানের উদ্দেশ্য হল শ্রেণিতে নির্ধারিত পাঠের জন্য শিক্ষার্থীকে আজকের পাঠের উপযোগী করে তোলা। পূর্বে অর্জিত জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা যাচাই করে এবং পূর্ব পাঠের উপর সরাসরি প্রশ্ন করে। তাছাড়া জ্ঞান অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষার্থী নানা বিষয়ক জ্ঞান, দৃষ্টিভঙ্গী ও দক্ষতা অর্জন করতে এবং তার পরিচয় দিতে পারে। তাছাড়া প্রাসঙ্গিক ছবি মডেল বা চার্ট দেখিয়ে, গল্প বলে, কোন ঘটনা বা দুর্ঘটনা মনে করিয়ে দিয়ে বা প্রশ্ন করে পাঠের পরিবেশ সৃষ্টি করা যায়। এ অবস্থায় আজকের পাঠের পাঠ ঘোষণা করবেন। আগের পাঠের প্রসঙ্গ ধরে শিক্ষার্থী সহজেই নতুন পাঠের অনুশীলনে প্রবৃত্ত হতে পারে।

উপস্থাপন

পাঠ ঘোষণার পরেই পাঠ উপস্থাপন শুরু হয়। শিক্ষক শিক্ষার্থীর সক্রিয় সহযোগিতায় শিখন শেখান প্রক্রিয়া গতিশীল হয়। পরীক্ষা, প্রদর্শন, প্রশ্নোত্তর, আলোচনা ইত্যাদি বিভিন্ন পদ্ধতিতে শিক্ষক শিক্ষার্থীর পূর্ব জ্ঞানের সাথে নতুন জ্ঞানের সংযোজন ঘটাবেন। সাথে সাথে জোড়ায় মত বিনিময় ও দলীয় কাজ যা দ্বারা শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের আরও প্রাণবন্ত রাখা যাবে। উপস্থাপনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের সুসংঘটিত ও নিয়ন্ত্রিত ধারাবাহিকতা বজায় রেখে নতুন পাঠকে ছোট ছোট পর্বে বিভক্ত করে শিক্ষার্থীদের মধ্যে সঞ্চারিত করতে হয়। প্রস্তুতি পর্বের প্রতিক্রিয়া স্বরূপ শিক্ষার্থীরা এই পর্বে উপস্থাপিত নতুন জ্ঞানের উপযুক্ত ধারণা গঠন করে থাকে, এই পর্বে বিভিন্ন গঠন করে থাকে। এই পর্বে বিভিন্ন প্রশ্নের অবতারণা করে পাঠ উপস্থাপন করলে তা শিক্ষার্থীদের নিকট সহজে গ্রহণযোগ্য হয়।

প্রয়োগ

আজকের পাঠ শিক্ষার্থীরা কতটুকু স্মৃতিবদ্ধ করতে পারল বা শিক্ষার্থীরা নবলব্ধ জ্ঞানের দ্বারা অন্যান্য সমস্যা সমাধান তথা বিভিন্ন পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করতে পারবে কিনা তা যাচাই করা হয়। সাধারণত চিন্তনমূলক বা সমস্যা সমাধানমূলক প্রশ্নের সাহায্যে শিক্ষার্থীর নতুন অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে অনুরূপ কোন পরীক্ষা বা ব্যবহারিক কাজ সম্পন্ন করতে পারে কিনা তা যাচাই করতে হয়। কোন বিষয়ে অর্জিত জ্ঞান বাস্তব ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে পারার মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীদের দক্ষতার প্রমাণ মেলে। যদি দেখা যায় শিক্ষার্থী নতুন জ্ঞান অর্জনে ব্যর্থ, তাহলে শিক্ষকের শিক্ষাদান পদ্ধতি পরিবর্তন করতে হবে।

পাঠ পরিকল্পনার অংশসমূহ

পাঠ পরিকল্পনা লেখার কাঠামোর আবশ্যকীয় অংশসমূহ নিম্নে প্রদত্ত হল ঃ-

১। পরিচিতি
২। উদ্দেশ্য/ শিখনফল
৩। ধারণা
৪। উপকরণ
৫। পদ্ধতি
৬। প্রস্তুতি (শুভেচ্ছা বিনিময়, শ্রেণি বিন্যাস, বাড়ির কাজ আদায়, পূর্ব জ্ঞানের পরীক্ষা ও অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি এবং পাঠ ঘোষনা)
৭। উপস্থাপন/ শিখন-শেখানো কার্যক্রম
৮। প্রয়োগ (শ্রেণি মূল্যায়ন এবং বাড়ির কাজ)

পাঠ পরিকল্পনা (নমুনা ছক)-১

বক্তৃতা ও প্রদর্শন পদ্ধতি

বিদ্যালয়ের নাম ঃ ----------

শ্রেণি ঃ ----------	বিষয় ঃ ----------
শাখা ঃ ----------	সাধারণ পাঠ ঃ ----------
শিক্ষার্থীদের সংখ্যা ঃ----------	বিশেষ পাঠ ঃ ----------
শিক্ষার্থীদের গড় বয়স ঃ ----------	সময় ঃ ----------
শিক্ষকের নাম ঃ ----------	তারিখ ঃ ----------

আচরণিক উদ্দেশ্য ঃ (১) ----------
(২) ----------

ধারণা ঃ (১) ----------
(২) ----------

উপকরণ ঃ ----------

পদ্ধতি ঃ ----------

সোপান	শিক্ষকের কাজ	শিক্ষার্থীর কাজ	মন্তব্য (ব্লাক বোর্ডে সংক্ষিপ্তসার)
প্রস্তুতি	শুভেচ্ছা বিনিময় ঃ শ্রেণি বিন্যাস ঃ বাড়ির কাজ আদায় ঃ পূর্ব জ্ঞানের পরীক্ষা ও ঃ অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি পাঠ ঘোষণা ঃ		

*উপস্থাপন			
প্রয়োগ	শ্রেণি মূল্যায়ন ঃ বাড়ির কাজ ঃ		

* উপস্থাপনের পরিবর্তে 'শিখন-শেখান কার্যক্রম' লেখা যেতে পারে।

পাঠ পরিকল্পনা (নমুনা ছক)-২

বক্তৃতা প্রদর্শন পদ্ধতি

বিদ্যালয়ের নাম ঃ ---------- শ্রেণি ঃ ----------শিক্ষার্থী সংখ্যা ঃ ----------শিক্ষার্থীর বয়স ঃ----------শিক্ষকের নাম ঃ ----- ----------	বিষয় ঃ ---------- সাধারণ পাঠ ঃ ---------- বিশেষ পাঠ ঃ ----------তারিখ ঃ ----------সময় ঃ ----- ----------

আচরণিক উদ্দেশ্য ঃ ----------

শিখন উপকরণ ঃ ----------

ভূমিকা/ প্রস্তুতি ঃ ----------

পাঠ ও পাঠের লক্ষ্যে ঘোষণা ঃ ----------

উপস্থাপন ঃ ----------

সামান্যীকরণ ঃ ----------

প্রয়োগ ঃ ----------

পাঠ সারাংশ পুনরালোচনা ঃ ----------

বাড়ির কাজ ঃ ----------

পাঠ পরিকল্পনা (নমুনা ছক)-৩
সমস্যা সমাধান পদ্ধতি

বিদ্যালয়ের নাম ঃ ----------	বিষয় ঃ ----------
শ্রেণি ঃ ----------	সাধারণ পাঠ ঃ ----------
শিক্ষার্থী সংখ্যা ঃ ----------	বিশেষ পাঠ ঃ ----------
শিক্ষার্থীর বয়স ঃ----------	তারিখ ঃ ----------
শিক্ষকের নাম ঃ ----------	সময় ঃ ----------

আচরণিক উদ্দেশ্য ঃ ----------
শিখন উপকরণ ঃ ----------
পূর্ব জ্ঞান (অনুমতি) ঃ ----------
ভূমিকা/ প্রস্তুতি ঃ (সমস্যা সৃষ্টি বা উপস্থাপনের মাধ্যমে) ----------
---
সমস্যার সংজ্ঞায়ন ও সীমাবদ্ধকরণ ঃ ----------
অনুমিত সিদ্ধান্ত গঠনঃ----------
তথ্য সংগ্রহ ঃ----------
তথ্য বিশ্লেষণ ঃ----------
অনুমিত সিদ্ধান্ত যাচাই ঃ (পরীক্ষা/ পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে)----------
সিদ্ধান্ত গ্রহণ ঃ ----------
সামান্যীকরণ ঃ ----------
মূল্যায়ন ঃ ----------

একটি নমুনা পাঠ পরিকল্পনা

বিদ্যালয়ের নাম ঃ রাজধানী উচ্চ বিদ্যালয়	
শিক্ষকের নামঃ আকিলা রুবাইয়া	শ্রেণিঃ ৭ম
ক্রমিক নংঃ ০১	বিষয়ঃ সামাজিক বিজ্ঞান
শিক্ষাবর্ষঃ ২০০৬-০৭	আজকের পাঠঃ রাষ্ট্র, রাষ্ট্রের উপাদান ও কার্যাবলি
শিক্ষার্থীর সংখ্যাঃ ২৯ জন	সময়ঃ ৩৫ মিনিট
গড় বয়সঃ ১২+	তারিখঃ ০১-১১-০৭

শি	এই অধিবেশন শেষে শিক্ষার্থীরা
খ	১. রাষ্ট্রের সংজ্ঞা বলতে পারবে।
ন	২. রাষ্ট্রের উপাদানগুলো বর্ণনা করতে পারবে।
ফ	৩. রাষ্ট্রের কার্যাবলি ব্যাখ্যা করতে পারবে।
ল	৪. রাষ্ট্রের অপরিহার্য কাজ সম্পর্কে বলতে পারবে।

ধাপ	সময়	শিক্ষকের কাজ	শিক্ষার্থীর কাজ	উপকরণ
পাঠসূচনা	৫ মিনিট	শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে কুশল বিনিময়ের পর শ্রেণি বিন্যাস করে শিক্ষার্থীদেরকে আজকের পাঠে মনোযোগ আকর্ষণের জন্য নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলো করবে। ১. আমাদের দেশের নাম কী? ২. একটি দেশের কী কী আছে? ৩. সরকার, দেশ, সমাজ ও জাতি নিয়ে তাহলে কী ঘটিত হয়? তাহলে চলো আজকে আমরা "রাষ্ট্র, রাষ্ট্রের উপাদান ও রাষ্ট্রের কার্যাবলি নিয়ে আলোচনা করি এই বলে প্রশিক্ষক আজকের পাঠ ঘোষণা করবেন এবং পাঠ শিরোনাম বোর্ডে লিখে দিবেন।	শিক্ষার্থীরা প্রশ্নের সম্ভাব্য উত্তর প্রদান করবে। ১. বাংলাদেশ। ২. সরকার, ভূখণ্ড, সমাজ ও জাতি আছে। ৩. একটি রাষ্ট্র গঠিত হয়। শিক্ষার্থীরা নিজ নিজ খাতায় পাঠ শিরোনাম তুলে নিবে।	
শিখন শেখানো কার্যক্রম	২২ মিনিট	মিনি লেকচারের মাধ্যমে আজকের পাঠটি উপস্থাপন করবে এবং শিক্ষার্থীদের ৫/৬টি দলে বিভক্ত করে প্রত্যেক দলকে দলীয় আলোচনার মাধ্যমে কর্মপত্রের মাধ্যমে কাজ ভাগ করে দিবে এবং প্রত্যেক দল থেকে ১জনকে পোস্টার পেপারে উপস্থাপন করতে বলবে। ১. রাষ্ট্র বলতে কী বুঝায়? ২. রাষ্ট্রের উপাদান কয়টি ও কী কী? ৩. রাষ্ট্র গঠনে জনসংখ্যার বাঁধা ধরা কোন নিয়ম আছে কী? ৪. জনসমষ্টি বলতে কী বুঝায়? ৫. যাযাবর জাতি কেন রাষ্ট্র গঠন করতে পারে না। ৬. সরকার কাকে বলে?	শিক্ষার্থীরা প্রশ্নের সম্ভাব্য উত্তর প্রদান করতে এবং শিক্ষকের নির্দেশনা অনুসরণ করতে ও পোস্টার পেপারে ফলাবর্তন প্রদান করতে চেষ্টা করব। শিক্ষার্থীরা প্রশ্নের সম্ভাব্য উত্তর প্রদান করতে এবং শিক্ষকের নির্দেশনা অনুসরণ করতে ও পোস্টার পেপারে ফলাবর্তন প্রদান করতে চেষ্টা করবে।	কর্মপত্র, পোস্টার পেপার

		৭. সার্বভৌমত্ব বলতে কী বুঝায়? ৮. ঢাকা, লন্ডন, দিল্লি, পশ্চিম বাংলা রাষ্ট্র নয় কেন? ৯. রাষ্ট্রের কার্যাবলিকে প্রধানত কয় ভাগে ভাগ করা হয়েছে ও কী কি? ১০. মৌলিক বা অপরিহার্য কার্যাবলিগুলো কী কী? ১১. ঐচ্ছিক বা গৌণ কাজগুলো কী কী? ১২. রাজস্ব আদায়ের উৎস কী কী? ১৩. যোগাযোগ ব্যবস্থার সাথে রাষ্ট্রের সম্পর্কে কী?		
মূল্যায়ন	৫ মিনিট	আজকের পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা কতটুকু আয়ত্ত করতে পেরেছে তা নিরূপণের জন্য প্রশিক্ষক শিক্ষার্থীদেরকে নিম্নোক্ত প্রশ্নগুলো করবে। ১. রাষ্ট্র বলতে কী বুঝায়? ২. সরকার কী? ৩. মৌলিক বা অপরিহার্য কাজ কি? ৪. ঐচ্ছিক বা গৌণ কাজগুলো কী কী?	শিক্ষার্থীরা প্রশ্নের সম্ভাব্য উত্তর দিতে চেষ্টা করবে।	
বাড়ির কাজ		বাড়ির কাজ প্রথমে মুখে বলবো এবং পরে বোর্ডে লিখে দিব। প্রশ্নঃ রাষ্ট্রের কার্যাবলির উদ্দেশ্য বর্ণনা করুন?	শিক্ষার্থীরা নিজ নিজ খাতায় বাড়ির কাজ লিখে নিবে।	
সমাপ্তি ঘোষণাঃ অতঃপর নির্দিষ্ট সময় শেষে ঘণ্টা পড়লে প্রশিক্ষণার্থীদের ধন্যবাদ জানিয়ে প্রশিক্ষক শ্রেণিকক্ষ ত্যাগ করবে ।			প্রশিক্ষণার্থীরা দাঁড়িয়ে সম্মান প্রদর্শন করবে।	

পাঠদানের উদ্দেশ্যে বা লক্ষ্যে সুশৃঙ্খলভাবে পৌছার জন্য পাঠ পরিকল্পনার গুরুত্ব অনেক। শিক্ষার্থীর আগ্রহ, চাহিদা, দৃষ্টিভঙ্গী সম্পর্কে প্রশিক্ষক সচেতন হতে পারেন এবং কাজের মাধ্যমে ও নানা রকম উপকরণের সাহায্যে শিক্ষার্থীদের নিকট পাঠকে সজিব করে তুলতে পারেন।

প্রশিক্ষক দৃঢ় আত্মপ্রত্যয় নিয়ে পাঠ পরিকল্পনা করতে পারেন। বিশেষ করে নতুন প্রশিক্ষকদের জন্য পাঠটীকা এক অমূল্য সম্পদ।

মূল্যায়নঃ

১. আপনি একজন শিক্ষক হিসেবে শ্রেণিকক্ষে পাঠ-পরিকল্পনা ব্যবহারের যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করুন।

২. পাঠ-পরিকল্পনার ক্ষেত্রে হার্বার্টের পঞ্চসোপান ব্যাখ্যা করুন।

সম্ভাব্য উত্তরঃ

পর্ব-ক

পাঠ পরিকল্পনার মাধ্যমে

- শিক্ষণ শিখনের উদ্দেশ্য জানা যায়।
- পাঠের বিষয় সম্পর্কে বিস্তারিত ধারণা লাভ করা যায়।
- উপযুক্ত পদ্ধতি ও কৌশল ব্যবহার করা যায়।
- সুশৃঙ্খল, ধারাবাহিক ও মনোবিজ্ঞান সম্মত ভাবে পাঠ উপস্থাপন করা যায়।
- সময়ের অপচয় রোধ করা যায়।
- শিক্ষার্থীদের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা যায়।
- মূল্যায়নের কৌশল সম্পর্কে দিক নির্দেশনা পাওয়া যায় এবং শিক্ষার্থীর জ্ঞান, দক্ষতা ও কোন কোন ক্ষেত্রে মনোভাব যাচাই করা যায়।
- পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের জন্য নিরাময় ব্যবস্থা গ্রহণ এবং অগ্রগামী শিক্ষার্থীদের শিখনে সহায়তা করা যায়।
- পাঠদান প্রক্রিয়া আনন্দদায়ক ও ফলপ্রসূ হয়।
- বার্ষিক পরিকল্পনা গ্রহণ করা যায় এবং যথাসময়ে সিলেবাস শেষ করার দিক নির্দেশনা পাওয়া যায়।

পর্ব-খ ও গ :

আপনি নিজে উত্তর প্রস্তুত করুন। উত্তরটি আপনার সতীর্থকে দেখান এবং আলোচনা করে আরও উন্নত করুন। প্রয়োজনে টিউটরের সহায়তা নিন।

ইউনিট-৭ **অধিবেশন-৪**

শিখন কার্যক্রম এবং নির্বাচিত সহায়ক সামগ্রী

ভূমিকা

শিক্ষা হলো মানুষের মধ্যকার সুপ্ত প্রতিভা বা সম্ভাবনার পথ নির্দেশনা। যথাযথ শিক্ষা প্রাপ্তির মাধ্যমেই শিক্ষার্থী তার প্রতিভার স্বাভাবিক বিকাশ আশা করতে পারে। একজন শিক্ষার্থী যে পর্যায়ে শ্রেণিভিত্তিক যে যোগ্যতা অর্জন করার কথা সে পর্যায়ে শিক্ষার্থীগণ সেই যোগ্যতা অর্জন করতে পারলে এবং বাস্তব জীবনে ও জনস্বার্থে সামাজিক জীবনে তার সঠিক প্রয়োগ করতে পারলেই তাকে মানসম্মত শিক্ষা বলা যাবে। তবে এর সাথে সংশ্লিষ্ট রয়েছে শিক্ষার্থীর মানবিক গুণাবলির বহিঃপ্রকাশ, শিক্ষকদের যোগ্যতা, শিক্ষাঙ্গনের ভৌত সুবিধাদি, ছাত্র-শিক্ষক অনুপাত, আকর্ষণীয় শিক্ষাদান পদ্ধতি, কার্যকর প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা ইত্যাদি।

এই শিখন শেখানো কার্যক্রমকে আনন্দময় এবং কার্যকরী করার জন্য শিক্ষককে কতগুলো সহায়ক সামগ্রী বা শিক্ষা উপকরণ ব্যবহার করতে হয়। শিক্ষা প্রক্রিয়ার ব্যবহৃত এসব দ্রব্যসামগ্রী হল শিক্ষায় সহায়ক সামগ্রী বা শিক্ষা উপকরণ।

এই অধিবেশনে শ্রেণিকক্ষে সুষ্ঠু ও সফল শিখন কার্যক্রম পরিচালনা, বিষয়ভিত্তিক বিভিন্ন ধরনের সহায়ক সামগ্রী নির্বাচন ও তা সফলভাবে ব্যবহার সম্পর্কে শিখব।

উদ্দেশ্য

এই অধিবেশন শেষে আপনি–

- শ্রেণিকক্ষে সুষ্ঠু ও সফল শিখন কার্যক্রম পরিচালনা সম্পর্কে ধারণা ব্যক্ত করতে পারবেন।
- বিষয়ভিত্তিক বিভিন্ন ধরনের সহায়ক সামগ্রী নির্বাচন এবং শ্রেণিকক্ষে তা সফলভাবে উপস্থাপন করতে পারবেন।

পর্বসমূহঃ

পর্ব-ক : শ্রেণিকক্ষে সুষ্ঠু ও সফল শিখন কার্যক্রম পরিচালনা

শিক্ষার্থী উপযোগী একটা সফল ও কার্যকরী পাঠের জন্য শিক্ষককে শ্রেণিকক্ষে পাঠদানে বিভিন্ন ধরনের কার্যক্রম পরিচালনা করতে হয়। যেমন: শিক্ষার্থীদের শ্রেণিবিন্যাস করা, শ্রেণিকক্ষে যথার্থ পদ্ধতি ও কলাকৌশল ব্যবহার করা, পাঠকে সহজ ও সুন্দরভাবে উপস্থাপনের জন্য সহজবোধ্য ও সহজলভ্য উপযোগী উপকরণ ব্যবহার করা, সকল শিক্ষার্থীদের প্রতি মনোযোগ দেওয়া ইত্যাদি।

শিক্ষার্থী বন্ধুরা, নিম্নে একজন শিক্ষকের শ্রেণিকক্ষে কিছু কার্যক্রম উল্লেখ করা হল। শ্রেণিকক্ষে কোনগুলো গ্রহণীয় এবং কোনগুলো বর্জনীয় তা নিম্নের ছকে উল্লেখ করুন:

গ্রহণীয় কার্যক্রম	বর্জনীয় কার্যক্রম
•	•
•	•
•	•
•	•
•	•
•	•
•	•
•	•
•	•

পর্ব-খ : বিষয়ভিত্তিক বিভিন্ন ধরনের সহায়ক সামগ্রী নির্বাচন এবং শ্রেণিকক্ষে তা সফলভাবে উপস্থাপন

শ্রেণিকক্ষে পাঠদানের ক্ষেত্রে শিক্ষককে উপযুক্ত বিভিন্ন ধরনের সহায়ক সামগ্রী বা উপকরণ নির্বাচন করতে হয়। এই নির্বাচিত সহায়ক সামগ্রী বা উপকরণ কতটুকু কার্যকর তা বুঝার জন্য ঐ উপকরণগুলোর দুইটি দিক বিবেচনায় আনতে হয়। যেমন: উপকরণের সাধারণ দিক এবং কারিগরি দিক। অন্যদিকে শিক্ষার স্তর ও শ্রেণি ভেদে পাঠদানের বিষয়বস্তুর চাহিদার আলোকে ভিন্ন ভিন্ন উপকরণ ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। ব্যবহারের দিক থেকে শিক্ষা উপকরণের ভিন্নতার কারণে উপকরণকে পাঁচটি শ্রেণিতে ভাগ করা হয়েছে। যেমন: শ্রবণভিত্তিক, দর্শনভিত্তিক, শ্রবণ-দর্শনভিত্তিক, অনুসন্ধানমূলক এবং কর্ম-সম্পাদনমূলক।

শিক্ষার্থী বন্ধুরা, বিজ্ঞান শিক্ষা বিষয়টির যে কোন বিষয়বস্তুর উপর পাঠদান করতে হলে কী ধরনের উপকরণের ব্যবহার করতে হবে নিম্নে তার একটি তালিকা তৈরি করুন।

শিক্ষা উপকরণ (জনসংখ্যা শিক্ষা)

দর্শন ভিত্তিক উপকরণ | শ্রবণ ভিত্তিক | শ্রবণ-দর্শন ভিত্তিক | অনুসন্ধান মূলক | স্বল্পমূল্যে তৈরি

ইউনিট-৭ অধিবেশন-৪

মূল শিখনীয় বিষয়

শিখন কার্যক্রম এবং নির্বাচিত সহায়ক সামগ্রী

মানুষের মনের ও শরীরের পরিপূর্ণ বিকাশ সাধনই হলো শিক্ষা। শিক্ষা হলো মানুষের মধ্যকার সুপ্ত প্রতিভা বা সম্ভাবনার পথ নির্দেশনা। যথাযথ শিক্ষা প্রাপ্তির মাধ্যমেই শিক্ষার্থী তার প্রতিভার স্বাভাবিক বিকাশ আশা করতে পারে। একজন শিক্ষার্থী যে পর্যায়ে শ্রেণিভিত্তিক যে যোগ্যতা অর্জন করার কথা সে পর্যায়ে শিক্ষার্থীগণ সেই যোগ্যতা অর্জন করতে পারলে এবং বাস্তব জীবনে ও জনস্বার্থে সামাজিক জীবনে তার সঠিক প্রয়োগ করতে পারলেই তাকে মানসম্মত শিক্ষা বলা যাবে। তবে এর সাথে সংশ্লিষ্ট রয়েছে শিক্ষার্থীর মানবিক গুণাবলির বহিঃপ্রকাশ, শিক্ষকদের যোগ্যতা, শিক্ষাঙ্গনের ভৌত সুবিধাদি, ছাত্র শিক্ষক অনুপাত, আকর্ষণীয় শিক্ষাদান পদ্ধতি, কার্যকর প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা ইত্যাদি। ইংরেজিতে একটা কথা আছে- Teacher is the best method but when he knowns all methods. কাজেই শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে শিক্ষকের ব্যাপক স্বাধীনতা থাকলেও দুটো বিষয় (দার্শনিকতা ও মনস্তাত্বিকতা) অবশ্যই মেনে চলতে হবে। কারণ সব শিক্ষার্থীর মেধা, আগ্রহ, প্রবণতা, কৌতূহল একরকম হয় না। কাজেই শিক্ষার্থীদেরকে শ্রেণিকক্ষে পাঠ গ্রহণে সক্রিয় করার নিমিত্তে মনোবৈজ্ঞানিক নীতিমালার প্রয়োগ করা উচিত। নিম্নে পাঠদানের কার্যকরী নীতি বা কৌশলগুলো প্রদত্ত হল ঃ-

পাঠদানে কার্যকরী নীতি বা কৌশল

১। পাঠদানে বিশেষ হতে সামান্যের দিকে যাওয়া
২। পাঠকে নির্দিষ্ট হতে অনির্দিষ্টের দিকে ধাবিত করা
৩। শিক্ষণীয় বিষয়ে মূর্ত হতে বিমূর্তের দিকে ধাবিত হওয়া
৪। বিশ্লেষণ থেকে সংশ্লেষণ
৫। শিক্ষার্থী কেন্দ্রিক শিক্ষাদান
৬। মনোবৈজ্ঞানিক নীতির অনুসরণ
৭। পর্যবেক্ষণ থেকে যুক্তিনির্ভর করে
৮। সহজ হতে কঠিনে ধাবিতকরণ
৯। শিক্ষণীয় বিষয়ে পাঠদান সমগ্র হতে অংশে যাওয়া
১০। পাঠ্য বিষয়ে জানা হতে অজানার দিকে অগ্রসর হওয়া।

তাছাড়া একজন শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে বিভিন্ন ধরনের কার্যক্রম করে থাকেন। নিম্নে শ্রেণিকক্ষের কাজের একটি তালিকা দেয়া হল-

শ্রেণিকক্ষে শিক্ষকের কার্যক্রম

১। শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে শ্রেণিবিন্যাস করবেন যাতে করে শিক্ষার্থীরা উৎসাহী হয় শিক্ষার্থীরা যাতে তাদের নিজ নিজ আসনে স্বাছন্দ্যে বসতে পারে সেদিকে লক্ষ্য রেখে বসার বেঞ্চ কিংবা চেয়ার টেবিলের ব্যবস্থা করতে হবে।

২। পাঠদানের সময় শিক্ষকের শারীরিক অঙ্গভঙ্গী হতে হবে শিখনের অনুকূল, শ্রেণিতে শিক্ষক কেবল একটি নির্দিষ্ট স্থানে দাঁড়িয়ে না থেকে ঘুরে ফিরে শ্রেণির কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করবেন।

৩। পাঠদানের সময় শিক্ষার্থীদের প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে এবং শিক্ষার্থীরা যাতে কিছু জানার জন্য প্রশ্ন করতে পারে সেই সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে। তাছাড়া প্রশিক্ষক সমগ্র শ্রেণিকে উদ্দেশ্য করে প্রশ্ন করতে হবে যাতে সব শিক্ষার্থীরা পাঠে সম্পৃক্ত হতে পারে।

৪। শ্রেণিকক্ষে যথার্থ পদ্ধতি এবং কলাকৌশল ব্যবহার করা দরকার।

৬। শিক্ষার্থীদের শিখনে কী ধরনের প্রতিবন্ধকতা থাকতে পারে সে সম্পর্কে সচেতন হওয়া দরকার এবং তা দূরীকরণে সচেষ্ট হওয়া।

৭। পাঠের শিখনফল নির্ধারণপূর্বক সঠিক পদ্ধতি ব্যবহার করে পাঠ উপস্থাপন করা দরকার।

৮। কাঙ্খিত শিখনফল লাভের জন্য বিষয়বস্তু ভালভাবে সাজিয়ে নিতে হবে।

৯। শ্রেণিতে পাঠকে সহজ ও সুন্দরভাবে উপস্থাপনের জন্য সহজবোধ্য ও সহজলভ্য উপযোগী উপকরণ ব্যবহার করবেন যেন সকল শিক্ষার্থী সেটা দেখতে ও বুঝতে পারে।

১০। শ্রেণিতে দলীয় কাজ ও জোড়ায় মত বিনিময় অথবা বিভিন্ন কার্যক্রমের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের কর্মতৎপর ও সক্রিয় রাখা দরকার।

১১। শ্রেণিতে বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে শিক্ষার্থীদের তৎপর রেখে শিক্ষক তা পর্যবেক্ষণ করতে হবে ঘুরে ঘুরে এবং প্রয়োজনে শিক্ষার্থীদের সহযোগিতা করতে হবে যাতে সঠিক সময়ে সঠিকভাবে অর্পিত কাজ সম্পন্ন করতে পারে।

১২। সামনে পিছনে ডানে বামে সকল শিক্ষার্থীর প্রতি মনোযোগ দিতে হবে।

১৩। পাঠের প্রতি শিক্ষার্থীদের ভীতি দূর করে তাদেরকে উৎসাহ প্রদান করে তাদেরকে পাঠের প্রতি আগ্রহী করা এবং শ্রেণি শৃঙ্খলা বজায় রাখা। মাঝে মাঝে প্রশংসা করা, ধন্যবাদ দেয়া ইত্যাদির মাধ্যমেও আগ্রহ সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখা।

১৪। শিক্ষার্থীদেরকে উৎসাহ দেয়া, প্রেরণা দেয়া, Motivate করার মধ্য দিয়ে শিক্ষক তাদেরকে শ্রেণিতে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন। ফলে শ্রেণিতে শৃঙ্খলা বজায় রাখা সম্ভব হবে।

১৫। শ্রেণিতে Gender Friendly Environment বজায় রেখে ছেলে ও মেয়ে শিক্ষার্থীর প্রতি সমান দৃষ্টি রাখতে হবে যাতে কোন সমস্যা সৃষ্টি না হয়।

১৬। পাঠদানে আদর্শ শিক্ষকের দর্শন হল মাতৃভাষার প্রচলিত সুন্দর শব্দের ব্যবহার করে উন্নত ও শ্রুতিমধুর বাক্য দিয়ে শ্রেণিকক্ষে শিক্ষণীয় বিষয়বস্তুর পাঠদান সম্পন্ন করা।

১৭। শিক্ষার্থীর অনাকাঙ্খিত আচরন নিয়ন্ত্রণে কঠিন মনোভাব পোষণ করা দরকার। তবে মনস্তাত্তিক দৃষ্টিকোণ নিয়ে সবকিছু দেখা উচিত।

১৮। শিক্ষক নিজের বক্তব্য সহজ সাবলীল ভাষায় প্রকাশ করতে সচেষ্ট হতে হবে এবং আজকের পাঠে শিক্ষার্থীরা কতটুকু বুঝতে পারছে তা মূল্যায়নের মাধ্যমে যাচাই করতে হবে। আর সে মূল্যায়ন হবে বিভিন্ন ধরনের পরীক্ষার মাধ্যমে। পরীক্ষা শেষে ফলাফল ঘোষণা করে প্রয়োজনে বিভিন্ন ধরনের পুরস্কার প্রদানের ব্যবস্থা করে বা সুন্দর সম্বোধনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর উৎসাহ প্রবণতা আরও বাড়িয়ে তুলতে হবে।

সহায়ক সামগ্রী

শিখন শেখানো কার্যক্রমকে সহজ, ফলপ্রসূ ও আনন্দঘন করার জন্য শিক্ষককে কতগুলো সহায়ক সামগ্রী (Teaching Aids) ব্যবহার করতে হয়। শিখন বিষয়কে উপভোগ করার জন্য শিক্ষা উপকরণ একটি অপরিহার্য বিষয়। তাই বলা যায় শিক্ষণকে ফলপ্রসূ করার জন্য শিক্ষক কতগুলো মূর্তবস্তু বা দ্রব্যসামগ্রী ব্যবহার করেন যা শিক্ষার্থীর ইন্দ্রিয়সমূহকে সঠিকভাবে উদ্দীপ্ত করে শিক্ষার্থীকে উৎসাহ ও উদ্দীপনা, আনন্দ ও আগ্রহের সাথে শিখতে সাহায্য করে। এসব দ্রব্য সামগ্রীর সহায়তায় শিখন-শেখানো ফলপ্রসূ ও স্থায়ী হয়। শিক্ষা প্রক্রিয়ায় ব্যবহৃত এসব দ্রব্যসামগ্রী হল শিক্ষায় সহায়ক সামগ্রী বা শিক্ষা উপকরণ।

শিক্ষা উপকরণ বিশেষ করে বিজ্ঞান বিষয়ের বিমূর্ত বা অর্ধবিমূর্ত বিষয়কে শিক্ষার্থীদের কাছে সহজবোধ্য করার জন্য ব্যবহারিক জীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত করার জন্য শিক্ষা সহায়ক সামগ্রী কী ? কীভাবে উপকরণ সংগ্রহ করতে হয় ? কীভাবে ব্যবহার করতে হয় তাছাড়া কীভাবে উপকরণসমূহ শ্রেণিবিন্যাস করা যায় ? কীভাবে সংরক্ষণ করতে হয় ইত্যাদি। শিক্ষা সহায়ক সামগ্রী কতটুকু কার্যকর তা বুঝতে হলে ঐ উপকরণের যে সকল দিক বিবেচনায় আনতে হবে সেগুলোকে দু'ভাগে ভাগকরা যায়।

১। উপকরণের সাধারণ দিক ২। উপকরণের কারিগরি দিক

১। **সাধারণ দিক :** সাধারণ দিকের বিবেচনায় যেসব বিষয় সুনির্দিষ্টভাবে দেখতে হবে তা হল-

(ক) উপকরণটি সহজ প্রাপ্য কিনা

(খ) উপকরণভিত্তিক প্রশিক্ষণের প্রাপ্যতা আছে কিনা

(গ) শিক্ষা কোর্সের সময়সীমা গ্রহণযোগ্য কিনা

(ঘ) উপকরণটি ব্যয় প্রতি তুল্য কিনা

(ঙ) উপকরণটি সহজবোধ্য কিনা

(চ) উপকরণটি স্থায়িত্ব সম্পন্ন কিনা

২। **কারিগরি দিক :** কারিগরি দিকের বিবেচনায় যেসব বিষয়ে দেখতে হবে তা হলো:

(ক) উপকরণের সঙ্গে শিক্ষাক্রমের সঙ্গতি আছে কিনা

(খ) শিক্ষা উপকরণ উন্নয়ন ব্যবস্থাপনা মাত্রা হয়েছে কিনা

(গ) পরবর্তী শিক্ষা কর্মসূচির সঙ্গে ধারাবাহিক সংযোগ আছে কিনা

(ঘ) উপকরণের বিষয়বস্তু ব্যবহারিক ও প্রয়োগযোগ্য কিনা

সহায়ক সামগ্রীর গুরুত্ব বা প্রয়োজনীয়তা

১। বাস্তবের সাথে শিক্ষার সংযোগ সৃষ্টি করে শিখন বাস্তবমুখী করে

২। শ্রেণির সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করে শিক্ষার্থীর ধারণা সুস্পষ্ট করে

৩। শিক্ষার্থীদের অধিক সংখ্যক ইন্দ্রিয়ের ব্যবহার নিশ্চিত করে, শিখন মনোবিজ্ঞানসম্মত হয়।

৪। শিক্ষার্থীর সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত হয়, শিক্ষার্থীকে আত্মনির্ভর করে।

৫। শিক্ষার্থীরা শিখতে আগ্রহী হয়, শিক্ষার্থীর দৃষ্টিভঙ্গীর প্রসার ঘটায়।

৬। সমস্যা সমাধানের ও সঠিকভাবে কাজ করার অভ্যাস হয়, ফলে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী গঠিত হয়।

৭। শ্রেণি শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য এবং পাঠের প্রতি শিক্ষার্থীর দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য।

৮। শিক্ষার্থীদের সৃজনশক্তি, কল্পনাশক্তি ও চিন্তাশক্তির বিকাশ হয়।

৯। উপকরণ ব্যবহারের মাধ্যমে পাঠদানে আধুনিক পদ্ধতি ও কৌশলগুলো সহজেই শ্রেণিকক্ষে প্রয়োগ করা যায়।

১০। অধিক বিষয় মনে রাখা নিশ্চিত করে, শিখন অধিক স্থায়ী হয়।

সহায়ক সামগ্রী/ শিক্ষা উপকরণের শ্রেণিবিভাগ

শিক্ষার স্তর ও শ্রেণিভেদে পাঠদানের বিষয়বস্তুর চাহিদার আলোকে ভিন্ন ভিন্ন উপকরণ ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। ব্যবহারের দিক থেকে শিক্ষা উপকরণের ভিন্নতার কারণে নিম্নরূপভাবে শ্রেণিবিভাগ করা হয়েছে।

১। শ্রবণ ভিত্তিক উপকরণ (Audio Type Teaching aids)
২। দর্শনভিত্তিক উপকরণ (Visual Type Teaching aids)
৩। শ্রবণ- দর্শন ভিত্তিক উপকরণ (Audio Visual Type Teaching aids)
৪। অনুসন্ধানমূলক উপকরণ (Investigating Teaching aids)
৫। কর্ম সম্পাদনমূলক উপকরণ (Work Oriented Teaching aids)

শিক্ষা উপকরণকে যতভাগে ভাগ করা হোক না কেন এদের মূল উদ্দেশ্য হল শিখন- শিখানো কার্যক্রমকে ত্বরান্বিত করা, শিখনকে স্থায়ী করা, শিক্ষাকে বাস্তবমুখী করা।

১। শ্রবণভিত্তিক উপকরণ : পাঠদানে যেসব উপকরণ ব্যবহার করার ফলে শ্রেণিতে শিক্ষার্থীরা কেবল তাদের শ্রবণ ইন্দ্রিয় ব্যবহার করে শিখনে সক্রিয় হয় ও পাঠ্য বিষয়বস্তু সম্পর্কে ধারণা লাভে সমর্থ হয়। সেসব উপকরণগুলোকে শ্রবণভিত্তিক উপকরণ বলা হয়। যেমন- রেডিও, রেকর্ডপ্লেয়ার, টেপরেকর্ডার, অডিও সিডি, মোবাইল প্লেয়ার ইত্যাদি।

২। দর্শনভিত্তিক উপকরণ : শ্রেণি পাঠদানে যেসব উপকরণ ব্যবহার করার ফলে শিক্ষার্থীরা কেবল তাদের দর্শন ইন্দ্রিয় ব্যবহার করে পঠন পাঠনে সক্রিয় হয়, সেসব উপকরণকে দর্শনভিত্তিক উপকরণ বলে। দর্শনভিত্তিক উপকরণ শিক্ষার্থীদের লেখা ও দেখার দক্ষতা বিকাশের পাশা-পাশি উপস্থাপন কৌশল বিকাশের সুযোগ করে দেয়। যেমন-ত্রিমাত্রিক বস্তু, মডেল, নমুনা। মুদ্রিত বস্তু-পাঠ্যপুস্তক, কর্মপুস্তক, কর্মনির্দেশপত্র/ কর্মপত্র, চকবোর্ড বুলেটিনবোর্ড, ফ্ল্যানেলবোর্ড, ওভারহেড প্রজেক্টর, স্লাইড প্রজেক্টর, চার্ট, গ্রাফ, প্রবাহচিত্র, ধারণা গ্রহণের মানচিত্র।

৩। শ্রবণ-দর্শনভিত্তিক উপকরণ : যে সমস্ত উপকরণ ব্যবহার করার ফলে শিক্ষার্থীরা গঠন-পাঠনে তাদের শ্রবণ-দর্শন ইন্দ্রয়ের ব্যবহারের সুযোগ পায়। এসব উপকরণগুলোর শ্রবণ-দর্শন ভিত্তিক উপকরণ বলে। এতে শিক্ষার্থীদের দর্শন ইন্দ্রিয়ের (ব্যবহারের মাধ্যমে পাঠের মূল বক্তব্য, বিষয়বস্তুর প্রধান অংশের) ব্যবহার করে পাঠে সক্রিয় হয়। যেমন-টেলিভিশন, ভিসিপি, ডিভিডি, চলচ্চিত্র, কম্পিউটার ইত্যাদি।

৪। অনুসন্ধানমূলক উপকরণ : যে সমস্ত উপকরণ ব্যবহারের ফলে শিক্ষার্থীদের বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান, রাসায়নিক পরীক্ষা সম্পাদন ইত্যাদি কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারে। এই উপকরণ

সাধারণত বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানভিত্তিক বিষয়ে বেশি ব্যবহৃত হয়। যেমন- পরিমাপক যন্ত্রসমূহ, পরীক্ষণ যন্ত্রসমূহ, কার্যসম্পাদনী যন্ত্রপাতি, রাসায়নিক দ্রব্যসামগ্রী ইত্যাদি।

৫। কর্ম সম্পাদনমূলক উপকরণ : যে সমস্ত উপকরণ ব্যবহার করার ফলে শিক্ষার্থীরা শ্রেণিকক্ষের বাইরে বাস্তব পরিবেশে হাতে কলমে কাজ করার সুযোগ পায় এবং পাঠের বিষয়বস্তু সম্পর্কে তাদের ধারনা যথাযথ হয় সেগুলোকে কর্মসম্পাদনমূলক উপকরণ বলে। যেমন- সামাজিক উৎস হিসাবে দর্শনীয় বস্তু ও দর্শনীয় স্থান। প্রতিষ্ঠান হিসাবে খামার, মিউজিয়াম ও পরিবেশ প্রকৃতি ইত্যাদি।

শিক্ষা উপকরণ ব্যবহারের নীতিমালা

সঠিক এবং ব্যবহার উপযোগী উপকরণ শ্রেণিকক্ষে শিখন শেখানো কার্যক্রমকে তরান্বিত করে আবার অনেক সময় দামী ও পর্যাপ্ত পরিমাণ সামগ্রী শিখনে বিঘ্ন ঘটায় তাই উপকরণ ব্যবহারে কিছু নীতিমালা মানতে হয়। নীতিমালাগুলো হল :

১। উপকরণ ব্যবহারের জন্য প্রয়োজনীয় পূর্ব পরিকল্পনা করতে হবে।

২। পাঠ সংশ্লিষ্ট নমুনা, মডেল, চার্ট, দ্রব্য ইত্যাদি ব্যবহার করতে হবে।

৩। উপকরণ ব্যবহৃত ভাষা ও লেখা সহজ ও স্পষ্ট হতে হবে।

৪। উপকরণের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর চিন্তার উদ্রেক এবং শিক্ষার্থীকে সক্রিয়করণে সমর্থ হওয়া

৫। প্রকৃত বা যথাযথ নমুনা ব্যবহার করা।

৬। শিক্ষার্থীদের অভিজ্ঞতার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ উপকরণ ব্যবহার।

৭। উপকরণ যথাসম্ভব বাস্তব ও ত্রুটিহীন হতে হবে।

৮। উপকরণ এমনভাবে ব্যবহার করতে হবে যাতে শ্রেণির সকল শিক্ষার্থীরা তা দেখতে পারে।

৯। ব্যবহৃত উপকরণ যথাযর্থতা ও কার্যকারিতা যাচাই করতে হবে।

১০। উপকরণ ব্যবহার করার পূর্বে শিক্ষককে তার ব্যবহার কৌশল রপ্ত করতে হবে।

১১। উপকরণ এমন হতে হবে যাতে এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীদেরকে চিন্তাশীল করে তোলা যায়।

১২। উপকরণ ব্যবহারের দক্ষতা অর্জন করা ও এ বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ

১৩। একই উপকরণ ব্যবহারের কার্যক্রম গ্রহণ তথা পর্যাপ্ত পুনরাবৃত্তি ও মান উন্নয়ন (ফলোআপ)

১৪। উপকরণ শ্রেণি ও শিক্ষার্থী উপযোগী হতে হবে।

উপকরণ সংগ্রহ ও সংরক্ষণ

বিষয়বস্তুর বৈচিত্রতার কারণে উপকরণ বৈচিত্র্যময় হওয়া উচিত। পাঠদানে প্রতিনিয়ত নতুন নতুন উপকরণ ক্রয় করে ব্যবহার করা সম্ভব নয়। তাছাড়া শ্রেণিকক্ষে কেবল দামী উপকরণ ব্যবহার করতে হবে এমন কোন কথা নেই। তাছাড়া সহজলভ্য ও হস্তনির্মিত উপকরণ ব্যবহারে শিক্ষককে সঠিক যত্নবান ও মনোযোগী হতে হবে। প্রশিক্ষণার্থীদের দিয়ে আশেপাশের পরিবেশ থেকে সহজে পাওয়া যায় এমন সামগ্রী দিয়েও উপকরণ তৈরি ও ব্যবহার করার চেষ্টা করতে হবে। উপকরণ সংগ্রহ ও তৈরির ক্ষেত্রে শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়কে উদ্ভাবনীমূলক দক্ষতার অধিকারী হতে হবে। প্রতিটি উপকরণ অত্যন্ত যত্নের সাথে নির্দিষ্ট কক্ষে সংরক্ষণ করতে হবে। উপকরণের হিসাব যথাযথভাবে রাখার জন্য বিষয় ভিত্তিক স্টক রেজিস্টার চালু করা যেতে পারে। কাজ শেষে উপকরণ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে যথাযথ স্থানে সেগুলো সাজিয়ে রাখতে হবে। শিক্ষক ও শিক্ষার্থী সকলের আন্তরিক সহযোগিতায় উপকরণ সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও ব্যবহারে যত্নবান হতে হবে।

পাঠদানের জন্য পাঠ-পরিকল্পনা অপরিহার্য। একজন দক্ষ প্রশিক্ষক হওয়ার জন্য পাঠ পরিকল্পনা প্রণয়ন অতি প্রয়োজনীয়। শ্রেণিকক্ষে যথার্থ উপকরণ ব্যবহার পূর্বক শিখন-শিখানো কার্যক্রম ফলপ্রসু করা যায়। অনেক শিক্ষক আছেন যারা অত্যধিক ক্লাসের চাপে শিক্ষা উপকরণ ব্যবহার করেন না এবং পাঠ পরিকল্পনাও তৈরি করা সম্ভব হয় না। কিন্তু মনে রাখতে হবে সুষ্ঠু পরিকল্পনা প্রণয়ন ও যথার্থ উপকরণ ব্যবহারে শিক্ষার্থীদের স্বতঃস্ফূর্তভাবে পাঠে সক্রিয় অংশগ্রহণ করে এবং তাদের যথাযথ শিখন সম্পন্ন হয়। কাজেই বলা যায় যথাযথ উপকরণ ও সুষ্ঠু পরিকল্পনা প্রণয়নপূর্বক পাঠদানের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের প্রকৃত শিখন সম্পন্ন করা একজন শিক্ষকের অবশ্যই করণীয়।

মূল্যায়নঃ

১. পরিবেশ দূষণ এবং বৃক্ষেরোপণ বিষয়গুলো পাঠদান করতে হলে কী কী ধরনের উপকরণ ব্যবহার করা যায় তার একটি তালিকা তৈরি করুন।

২. একটা পাঠের সবল ও দুর্বল দিক কী কী হতে পারে এবং দুর্বল দিকগুলো কীভাবে উন্নত করা যায় তা আপনার মতামতের ভিত্তিতে ব্যাখ্যা করুন।

সম্ভাব্য উত্তরঃ

পর্ব-ক :

আপনি নিজে উত্তর প্রস্তুত করুন। উত্তরটি আপনার সতীর্থকে দেখান এবং আলোচনা করে আরও উন্নত করুন। প্রয়োজনে টিউটরের সহায়তা নিন।

পর্ব-খ

দর্শনভিত্তিক উপকরণ- যেমন-পাঠ্য পুস্তক, কর্মপত্র, অঙ্কিত চিত্র, চার্ট, ম্যাপ, পোস্টার পেপার, গ্রাফ পেপার।

শ্রবণভিত্তিক- রেডিও, টেপরেকর্ডার, রেকর্ডপ্লেয়ার।

শ্রবণ দর্শনভিত্তিক- টেলিভিশন, কম্পিউটার।

অনুসন্ধানমূলক- রাসায়নিক দ্রব্য সামগ্রী, কার্যসম্পাদনী যন্ত্রাদি।

স্বল্পমূল্য- প্লাস্টিকের বোতলের বিকার, চামচ, ফানেল ও অন্যান্য (প্রয়োজন অনুযায়ী)।

ইউনিট-৭ **অধিবেশন-৫**

শ্রেণিকক্ষের অভিজ্ঞতা এবং শিখনফল

ভূমিকা

একটি নির্দিষ্ট পাঠ চলাকালীন সময়ে শিক্ষার্থীরা শিখন অভিজ্ঞতার মাধ্যমে কী কী শিখবে বা দক্ষতা অর্জন করবে সেটাই হলো শিখনফল। পাঠের শেষে শিক্ষার্থীদের আচরণে কী পরিবর্তন ঘটবে তা পাঠের শুরুতে শিক্ষককে অবহিত করতে হয়। বিভিন্ন গবেষণা থেকে জানা যায়, শিখন খুব সহজে ঘটে যদি শিখন- শেখানো কার্যক্রম পরিচালনা কালে শিক্ষার্থীরা সক্রিয়ভাবে শিখন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে, পাঠের প্রতিটি ঘটনার অনুক্রম রক্ষিত হলে, সুনির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে প্রতিটি কাজ দক্ষতার সাথে সম্পন্ন করতে পারলে এবং শিক্ষক সচেতনভাবে ঠিক করবেন কতটা শিখন অভিজ্ঞতা শিক্ষার্থীরা লাভ করবে।

অন্যদিকে একজন শিক্ষার্থীকে শিক্ষণের সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের জন্য এক বা একাধিক শিখনফল সনাক্ত করতে হয়। এই শিখনফল হতে হবে: Specific (সুনির্দিষ্ট), Measurable (পরিমাপযোগ্য), Achievable (অর্জনযোগ্য), Realistic (বাস্তবানুগ) এবং Timing (সময় নির্ধারণ)

এই শিখনের কাজকে ত্বরান্বিত ও ফলপ্রসূ করার জন্য শিক্ষককে শ্রেণিকক্ষে বিভিন্ন ধরনের পদ্ধতি ও কলাকৌশল অবলম্বন করতে হয়।

এই অধিবেশনে শ্রেণিকক্ষে বিভিন্ন ধরনের অভিজ্ঞতা অর্জন এবং বিভিন্ন বিষয়ের শিখনফল সনাক্তকরণ সম্পর্কে জানব।

উদ্দেশ্য

এই অধিবেশন শেষে আপনি–

- শ্রেণিকক্ষে বিভিন্ন কার্যক্রমের মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারবেন।
- শিখন বিষয়ের বিভিন্ন ধরনের শিখনফল চিহ্নিতকরণ এবং লিখতে পারবেন।

পর্বসমূহ:

পর্ব-ক: শিক্ষার্থীদের শ্রেণিকক্ষে বিভিন্ন কার্যক্রমের অভিজ্ঞতা অর্জন

শিখন- শেখানো কাজটি যথাযথভাবে সম্পন্ন করার জন্য শিক্ষার্থীর জ্ঞান, দক্ষতা, অভিজ্ঞতা, ধারণ ক্ষমতা, চাহিদা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিবেশ ইত্যাদির উপর ভিত্তি করে শিক্ষক বিভিন্ন

পাঠদান কলাকৌশল নির্ধারণ করেন। শিক্ষার্থীরা যাতে হাতে-কলমে কাজ করে বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জনের মাধ্যমে শেখার সুযোগ পায় সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি দেন। তাছাড়াও শিক্ষক শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের অভিজ্ঞতা যাতে অর্জিত হয় সেজন্য বিভিন্ন পদ্ধতি ও কলাকৌশল ব্যবহার করেন। যেমন: জিগস্, মডেলিং, পিয়ার টিউটরিং, পোস্টবক্স স্ট্রাটেজি, মাইন্ড ম্যাপিং, বিতর্ক, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম ইত্যাদি।

শিক্ষার্থী বন্ধুরা, নিম্নে শ্রেণিকক্ষে শিক্ষকদের কার্যক্রম এবং তা থেকে শিক্ষার্থীদের অভিজ্ঞতা দেওয়া হল।

শ্রেণিকক্ষে শিক্ষকদের কার্যক্রম (পদ্ধতি ও কৌশল)

উপকরণের ব্যবহার, কণ্ঠস্বরের উঠানামা, দলীয় কাজ, জোড়ায় মত বিনিময়, পোস্টবক্স স্ট্র্যাটেজি, মডেলিং, রোল পেয়িং, জিগস (Jigsaw), মাইন্ড ম্যাপিং (Mind Maping), ধাঁধাঁ, বিতর্ক, গল্প বলা, উদাহরণের সাহায্যে পাঠদান, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, প্যানেল আলোচনা ।

শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের অভিজ্ঞতা

শিক্ষার্থীরা আলোচনার বিভিন্ন সুযোগ পায়, বিষয়বস্তু সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের সুস্পষ্ট ধারণার বিকাশ ঘটে, বিভিন্ন ধরনের প্রবন্ধ শিক্ষার্থীদের সংবোধন (Comprehension) ক্ষমতার বিকাশ ঘটায়, আলোচনা থেকে প্রশ্ন করার অভিজ্ঞতা অর্জন হবে, যে কোন নির্বাচিত বিষয়ে আলোচনা করার অভিজ্ঞতা অর্জন হবে, পক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তি উপস্থাপন করার অভিজ্ঞতা অর্জন করবে, বহুল ব্যবহৃত কৌশল ও শিক্ষার্থীদের চিন্তাশীল করে ও পাঠে একঘেয়েমী দূর করে, তাৎক্ষণিকভাবে শিক্ষার্থীরা অভিনয়ের মাধ্যমে শ্রেণিতে পাঠকে সক্রিয় করতে সাহায্য করে, কোন বিষয়বস্তুকে বাস্তবের অবিকল প্রতিচ্ছবি হিসেবে উপস্থাপন করা যায়, সঠিক উত্তর লিখে কার্ডটি নিদিষ্ট নম্বর দেয়া বাক্সে ফেলবে, একটি পাঠকে বিচ্ছিন্নভাবে উপস্থাপন করে প্রতিটি খণ্ডিত অংশের পারস্পারিক সংযোগ সাধনের সুযোগ সৃষ্টি করা, শিক্ষার্থীদের সৃষ্টিশীল করে ও শ্রেণি কক্ষে বিষয়বস্তু সংশ্লিষ্ট সমস্যা সমাধানের জন্য স্বাধীনভাবে চিন্তা করতে সহায়তা করে, শিক্ষার্থীরা সমমনা বা সমগোত্রে কাজ করার সুযোগ পাওয়ার কারণে তাদের আত্মনির্ভরশীলতা বৃদ্ধি পায় ও অপরের প্রতি ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গী গঠিত হয়, শিক্ষার্থীরা হাতে কলমে কাজ করার অভিজ্ঞতাসহ পাঠের প্রতি আগ্রহী হয় এবং শ্রেণি শান্ত থাকে। শিক্ষার্থীদের শ্রেণিকক্ষে ভীতি দূর হয় ও আত্মবিশ্বাস বাড়ে, শিক্ষার্থীদের সৃজনীশক্তি, কল্পনাশক্তি ও চিন্তাশক্তির বিকাশ ঘটে, উন্নত বাচনভঙ্গী ও শ্রুতিমধুর বাক্যের ব্যবহার সহ আঞ্চলিকতা পরিহার করতে পারবে।

এখন নিম্নলিখিত ছকে উপরোক্ত বক্তব্যগুলোর উপর ভিত্তি করে শিক্ষকের কার্যক্রমের ভিত্তিতে শিক্ষার্থীদের অভিজ্ঞতা কী হবে তা লেখার চেষ্টা করুন।

	শিক্ষকদের কার্যক্রম	শিক্ষার্থীদের অভিজ্ঞতা
০১.		
০২.		
০৩.		
০৪.		
০৫.		
০৬.		
০৭.		
০৮.		
০৯.		
১০.		
১১.		
১২.		
১৩.		
১৫.		

পর্ব-খঃ বিভিন্ন বিষয়ের বিভিন্ন ধরনের শিখনফল চিহ্নিতকরণ ও লিখন

শিক্ষাক্রমের পাঠ নির্বাচন, শ্রেণিকক্ষে পাঠদান ও মূল্যায়নের প্রয়োজনে উদ্দেশ্যগুলো আরও বিশ্লেষণ করা হয় এবং সংশ্লিষ্ট পাঠ অর্জনের ফলে শিক্ষার্থীর আচরণে কী কী পরিবর্তন ঘটবে তা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়। এভাবে উল্লিখিত বা বর্ণিত উদ্দেশ্যগুলোকে আচরণিক উদ্দেশ্য বা

শিখনফল বলা হয়। শিখনফল অর্জিত হওয়ার মাধ্যমে শিক্ষাক্রম বাস্তবায়ন নির্ভর করে। শ্রেণিকক্ষে পঠিত বিষয়ের উদ্দেশ্য বা শিখনফলগুলো লিখতে হবে আচরণিক ভাষায়। যেমন: করতে পারবে, বলতে পারবে, সনাক্ত করতে পারবে, ব্যাখ্যা করতে পারবে, বর্ণনা করতে পারবে ইত্যাদি। বেঞ্জামিন ব্লুম ১৯৫৬ সালে শিক্ষার সার্বিক উদ্দেশ্য বা শিখনফলকে তিনটি শ্রেণিতে বিভাজন করেছেন। যেমন: চিন্তনমূলক উদ্দেশ্য / শিখনফল, দক্ষতামূলক উদ্দেশ্য / শিখনফল এবং আবেগ অনুভূতিমূলক উদ্দেশ্য / শিখনফল।

শিক্ষার্থী বন্ধুরা, এবার আমরা নবম-দশম শ্রেণির পদার্থ বিজ্ঞান বইয়ের "পদার্থের অবস্থা ও পরিবর্তন" পাঠটির শিখনফল চিহ্নিত করে কীভাবে বেঞ্জামিন ব্লুম এর বিভাজন অনুযায়ী লেখা যায় নিম্নের ছকে লিখতে চেষ্টা করি।

চিন্তনমূলক শিখনফল	• •
দক্ষতামূলক শিখনফল	• •
আবেগ-অনুভূতিমূলক শিখনফল	• •

ইউনিট-৭ **অধিবেশন-৫**

মূল শিখনীয় বিষয়

শ্রেণিকক্ষের অভিজ্ঞতা ও শিখনফল

শ্রেণিকক্ষের অভিজ্ঞতা

আবহমান কাল থেকে শিক্ষাদান চলে আসছে। বিষয় ও পদ্ধতির দিক থেকে অত্যন্ত বৈচিত্রময় এই শিক্ষাদান। শিক্ষক নিজের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অনুযায়ী বিষয়বস্তু উপস্থাপন করেন। তাঁর চিন্তাধারা অনুসারে শিক্ষার্থীদের পরিচালিত করেন। শিক্ষক তার শিক্ষার্থীদের কাজ কর্মের মর্যাদা দেন, তাদের উৎসাহ প্রদান করেন এবং নানা প্রশ্ন ও সমস্যার অবতারণা করে ছেলে মেয়েদের সক্রিয় করে তোলেন। এখানে শিক্ষার্থীর ইচ্ছা, অনিচ্ছা, রুচি-অভিরুচি, প্রেষণা, প্রবণতা ইত্যাদি উপর শিক্ষাদানের গুরুত্ব লাভ করে।

শিক্ষা কার্যক্রমের মূল কার্যক্রম পরিচালিত হয় শ্রেণিকক্ষে। কাজেই শ্রেণি কার্যক্রমসহ শিক্ষা সংশ্লিষ্ট অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রমে শ্রেণি শিক্ষকদের দায়িত্ব অপরিসীম। শিক্ষণ-শেখানো কাজটি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য শ্রেণিকক্ষে নানা ধরনের কলা কৌশল অবলম্বন করে থাকেন। শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর আচরণে কাঙ্খিত পরিবর্তন আনয়ন করা হল শিখন(Learning) এবং উপযুক্ত শিক্ষণের (Teaching) মাধ্যমে এই পরিবর্তন অর্জিত হয়। শিখনের কাজকে ত্বরান্বিত ও ফলপ্রসূ করার জন্য শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে বিভিন্ন ধরনের পদ্ধতি ও কলা কৌশল অবলম্বন করেন।

শিক্ষার্থীর জ্ঞান, দক্ষতা, অভিজ্ঞতা, ধারণক্ষমতা, চাহিদা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিবেশ ইত্যাদির উপর ভিত্তি করে শিক্ষক বিভিন্ন পাঠদান কলাকৌশল নির্ধারণ করেন। উন্নত পরিবেশ ও অগ্রগামী শিক্ষার্থীদের পাঠদানের কলাকৌশল এবং অপেক্ষাকৃত অনুন্নত পরিবেশ ও পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের মধ্যে পাঠদান কলাকৌশলের মধ্যে পার্থক্য থাকবেই। শিক্ষার্থীরা হাতে কলমে কাজ করে বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জনের মাধ্যমে শেখার সুযোগ পায়। তাই এ ধরনের শিক্ষা শিক্ষার্থীর নিকট আনন্দদায়ক ও দীর্ঘস্থায়ী হয়। তাছাড়াও শিক্ষক শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের অভিজ্ঞতা যাতে অর্জিত হয় সেজন্য পদ্ধতিও কলাকৌশল ব্যবহার করেন। যেমন:

জিগস্ (Jigsaw)

শিক্ষক এই পদ্ধতিতে বিভিন্ন ছবির খণ্ডিত অংশ উপস্থাপন করে তা দিয়ে পুনরায় সম্পূর্ণ ছবি তৈরি করার জন্য শিক্ষার্থীদেরকে নির্দেশ দেন। সফলভাবে এই পদ্ধতি প্রয়োগের ফলে শিক্ষার্থীদের চিন্তা শক্তি বৃদ্ধি পায় ও শিখন সুদৃঢ় হয়। এই পদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমে পাঠকে বিভিন্নভাবে উপস্থাপন করে প্রতিটি খণ্ড অংশের পারস্পরিক সংযোগ সাধনের সুযোগ সৃষ্টি করার মধ্য দিয়ে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের শিখনে সহায়তা করেন।

মডেলিং (Modeling)

এখানে শ্রেণিতে শিক্ষার্থীরা পাঠ সংশ্লিষ্ট উপকরণ বা বিভিন্ন পোশাক ব্যবহার করে পাঠকে শ্রেণিতে অভিনয়ের মাধ্যমে উপস্থাপন করেন। ফলে পাঠের বিষয়বস্তু সহজে বোধগম্য হয়। কোন বিষয়বস্তুকে বাস্তবের অবিকল প্রতিচ্ছবি হিসেবে মডেলিংয়ের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয়।

পিয়ার টিউটরিং (Peer Tutoring)

এই পদ্ধতি শিক্ষার্থীরা জোড়ায় জোড়ায় করে থাকেন। শিক্ষার্থীরা সমমনা এক সাথে কাজ করার ফলে তাদের আত্মবিশ্বাস, আত্মনির্ভরশীলতা বৃদ্ধি পায় ও অপরের প্রতি ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গী গঠিত হয়।

পাঠদান কলাকৌশলের একটি মডেল নিম্নে উপস্থাপন করা হল।

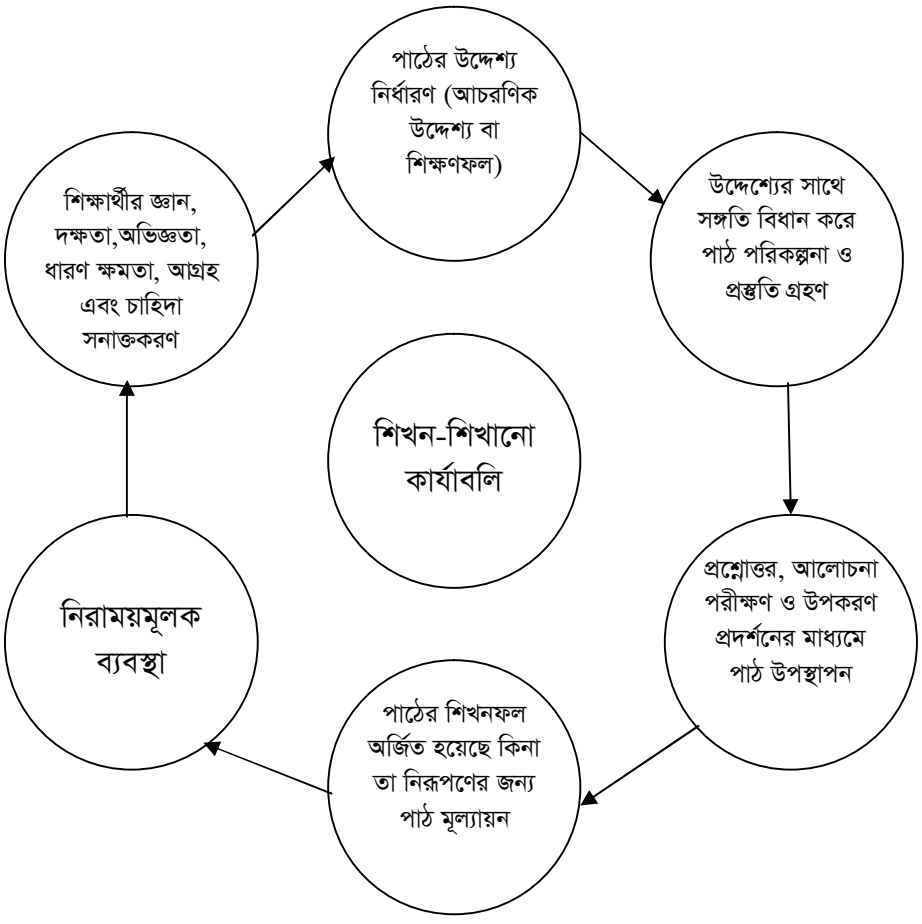

শিখন শিখানো কার্যাবলির মডেল

পোস্ট-বক্স স্ট্রাটেজি (Post-Box strategy)

এটি শিক্ষার্থী কেন্দ্রিক অত্যন্ত কার্যকরী একটি পদ্ধতি। শিক্ষক বিষয়বস্তুর নির্দিষ্ট সমস্যা সমগ্র শ্রেণির নিকট উপস্থাপন করেন। শিক্ষার্থীরা উত্তর লিখে নির্দিষ্ট বক্সে ফেলবে। ১নং প্রশ্নের উত্তর লিখিত কার্ডটি ১নং বাক্সে, ২নং প্রশ্নের উত্তর লিখিত কার্ড ২নং বাক্সে ফেলতে হবে। এভাবে বিভিন্ন নম্বর দেওয়া বক্সে উত্তর ফেলবে এবং পরে সবগুলো উত্তর একসাথে করে আলোচনাপূর্বক দলভিত্তিক উপস্থাপন করা হয়।

১	২	৩	৪

মাইন্ড ম্যাপিং (Mind Maping)

এই পদ্ধতির মাধ্যমের শিক্ষার্থীদেরকে সৃষ্টিশীল করে তোলে এবং শ্রেণিকক্ষে বিষয়বস্তু সংশ্লিষ্ট শ্রেণি পাঠদানের আধুনিক পদ্ধতি ও কৌশল এবং শ্রেণি ব্যবস্থাপনা সমাধানের জন্য স্বাধীনভাবে চিন্তা করতে সহায়তা করে। শ্রেণির বেশির ভাগ শিক্ষার্থীদের শ্রেণি কার্যক্রমে সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা যায়।

ধাঁধাঁঃ এই কৌশলের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা সহজেই আকৃষ্ট ও কৌতূহলী হয়। বিশেষ ধাঁধা প্রয়োগের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের চিন্তাশীল করে তোলা যায় এবং শ্রেণিকক্ষে পাঠ গ্রহণে তাদের একঘেয়েমী দূর হয়।

ভূমিকাভিনয়

শিক্ষার্থীদের পাঠে চাঙ্গা করার জন্য শ্রেণিতে ভিন্ন আঙ্গিকে, ভিন্ন মাত্রায় প্রয়োগ করা যায়। শিক্ষক শ্রেণিতে সহসা এখন কোনো চরিত্রের কথা বলতে পারেন যা তাৎক্ষণিকভাবে শিক্ষার্থীরা অভিনয়ের মাধমে শ্রেণিতে তুলে ধরবে এবং শিক্ষার্থীদেরকে পাঠে সক্রিয় রাখবে।

বিতর্ক

এই কৌশলের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের পাঠে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে শ্রেণিকক্ষে প্রয়োগ করা যায়। পাঠদানের বিষয়বস্তু সংশ্লিষ্ট যে কোন বিষয়ে শিক্ষার্থীদেরকে দুটি দলে বিভক্ত করে তাদের নিজেদের পক্ষে মতামত গ্রহণ করা হয়। এতে একজন অপরজনের যুক্তি খন্ডনের চেষ্টা করে ফলে সমগ্র শ্রেণি বেশ সক্রিয় থাকে।

গল্প বলা

শ্রেণি শিক্ষক বিষয় সম্পৃক্ত গল্প বলে পাঠের একঘেয়েমী দূর করতে পারেন তবে নিচের স্তরের শিক্ষার্থীরা গল্প শুনতে বেশি ভালবাসে এবং এই কৌশলটি বেশি কার্যকর হয়।

উদাহরণের সাহায্যে পাঠদান

শিখনকে স্থায়ী করার আর একটি কৌশল হল উদাহরণের সাহায্যে পাঠদান। পাঠদানের মাঝে মাঝে বিষয়বস্তুর সাথে সংযোগ সাধন করে বিভিন্ন উদাহরণ সৃষ্টি করে পাঠদান করলে শিক্ষার্থীরা পাঠে অধিক আগ্রহী হয়।

প্যানেল আলোচনা (Panel Discussion)

প্যানেল আলোচনা হল আলোচনা পদ্ধতির প্রয়োগের একটি কার্যকরী কৌশল। প্যানেলে একজন নেতা নির্বাচন করতে হয়। নির্ধারিত বিষয়বস্তুটি প্যানেলে সদস্যবৃন্দ পরস্পর আলোচনা করেন। পাঠের বিষয়বস্তু প্যানেলে আলোচনা করে এবং আলোচিত বিষয়ে প্যানেল সদস্যবৃন্দের প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে পারে। প্যানেলে আলোচনার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের কোন বিষয় উপস্থাপনার অভিজ্ঞতা অর্জিত হয়।

সেমিনার (Seminar)

কোন পাঠ্য বিষয় বা গবেষণা কর্ম বা নির্ধারিত সমস্যা সম্পর্কে সেমিনারের মাধ্যমে শ্রেণিতে উপস্থাপন করা যায়। আলোচকগণ তাদের বক্তব্য বা মতামত সেমিনারে উপস্থাপন করেন। অন্যান্য অংশগ্রহণকারী সদস্যগণ উপস্থাপিত তথ্য বা মতামতের উপর বিভিন্ন প্রশ্ন অবতারণার মাধ্যমে বিষয় সংশ্লিষ্ট আলোচনাকে গতিময় করে তোলেন। এই পদ্ধতি প্রয়োগের ফলে শিক্ষার্থীরা যে কোন বিষয়ে স্বাধীনভাবে চিন্তা করার সুযোগ পায় ও মতামত প্রকাশ করতে পারে।

সিম্পোজিয়াম (Symposium)

এটি একটি দলগত আলোচনা। এই ধরনের আলোচনায় পূর্ব পরিকল্পিতভাবে শিক্ষার্থীদের একটি নির্বাচিত দলের প্রতি নির্দিষ্ট বিষয়ের উপর একক লেখার দায়িত্ব দেওয়া হয়। নির্ধারিত দল কর্তৃক রচিত প্রবন্ধ শ্রেণির অপরাপর দলের প্রতি উপস্থাপন করা হয়। প্রবন্ধ উপস্থাপন শেষ হলে অন্যান্য শিক্ষার্থীরা প্রশ্ন করার মাধ্যমে পারস্পরিক আলোচনার অগ্রগতি সাধন করে। সিম্পোজিয়ামের মাধ্যমে প্রশিক্ষণার্থীরা স্বাধীনভাবে চিন্তা করে নির্দ্বিধায় নিজেদের মত প্রকাশ করতে পারে। প্রশ্ন করার কৌশল আয়ত্ত করে। অপরের মতামতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয় এবং গণতান্ত্রিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়।

এক্সপেরিয়েন্টিয়াল মেথড (Experiential Method)

এ পদ্ধতি শ্রেণিকক্ষে শিক্ষক কর্তৃক প্রয়োগের ফলে শিক্ষার্থীরা পাঠ সংশ্লিষ্ট বিচিত্র্যময় পূর্ব অভিজ্ঞতা বর্ণনা করার সুযোগ পায় এবং অন্যান্য শিক্ষার্থীরা বর্ণিত অভিজ্ঞতা থেকে নতুন নতুন

কৌশল জানার চেষ্টা করে। এই পদ্ধতি প্রয়োগকালে শিক্ষার্থীরা অন্যের অভিজ্ঞতা শ্রবণ করে নিজে প্রকৃত জ্ঞান অর্জন করার চেষ্টা করে। শিক্ষার্থীদের নেতৃত্বের গুণাবলি অর্জনের সুযোগ সৃষ্টি হয়। শ্রেণিকক্ষে কিংবা শ্রেণিকক্ষের বাইরে 'হাতে-কলমে' কাজ করার সুযোগ সৃষ্টি হয়। পঠন, পর্যবেক্ষণ, লিখন, কথন, উপস্থাপন ইত্যাদি দক্ষতাগুলোর বিকাশ ঘটে। শিক্ষককে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে এসব কৌশল প্রয়োগ করা দরকার। কারণ এসব কৌশল প্রয়োগ করার ক্ষেত্রে বিশেষভাবে খেয়াল রাখতে হবে যেন পাঠের মূল অবস্থান থেকে শ্রেণিকক্ষে বিচ্যুত না হয়। যে কৌশলসমূহ প্রয়োগ করা হোক না কেন সব পদ্ধতি ও কৌশলের প্রধান উদ্দেশ্য হলো শিক্ষার্থীদের নিকট বিষয়বস্তুকে সহজ ও হৃদয়গ্রাহী করা এবং শিক্ষার্থীদের অভিজ্ঞতা অর্জন করা।

আনুষ্ঠানিক পাঠদান পরিচালনায় শ্রেণিকক্ষের গুরুত্ব অপরিসীম। কেননা যে কোনো স্তরের যে কোনো শ্রেণির আনুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম শ্রেণিকক্ষকে কেন্দ্র করেই পরিচালিত হয়। শ্রেণিকক্ষের অস্তিত্ব ব্যতীত আনুষ্ঠানিক শিক্ষা পরিচালিত হতে পারে না। সেজন্য শিক্ষাকে প্রয়োগমুখী ও বাস্তব ভিত্তিক এবং শিক্ষার্থীদের অভিজ্ঞতাকে বৃদ্ধি করে তোলার লক্ষ্যে শ্রেণিকক্ষ অত্যন্ত গুরুত্ব ভূমিকা পালন করে।

(খ) শিখনফল (Learning Outcome)

শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে সঠিক উপায়ে শিক্ষণীয় বিষয়বস্তুর যথার্থ পাঠদান শিক্ষকের বিশেষ দায়িত্ব। এক্ষেত্রে শিক্ষক তাঁর নিজস্ব দর্শনকে কাজে লাগিয়ে অগ্রসর হতে পারেন। তবে সকল স্তরের শিক্ষার্থীর আচরণ এবং মনোভাব এক রকম থাকে না। শিক্ষার স্তরভেদে শিক্ষার্থীদের আচরণ ভিন্নতর হয়ে থাকে। শিক্ষাক্রমের পাঠ নির্বাচন, শ্রেণিকক্ষে পাঠদান ও মূল্যায়নের প্রয়োজনে উদ্দেশ্যগুলো আরও বিশ্লেষণ করা হয় এবং সংশ্লিষ্ট পাঠ অর্জনের ফলে শিক্ষার্থীর আচরণের কী কী পরিবর্তন ঘটবে তা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়। এভাবে উল্লেখিত বা বর্ণিত উদ্দেশ্যগুলোকে আচরণিক উদ্দেশ্য (behavioural objectives) বা শিখনফল (Learning outcome) বলা হয়। পাঠদান প্রক্রিয়ায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশটি হল শিখনফল নিরূপণ। পাঠের শেষে কী উদ্দেশ্য অর্জিত হবে তা সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ থাকলে পাঠের পদ্ধতি, শিক্ষা উপকরণ এবং পাঠের ক্রমঅগ্রসরতা সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করা সম্ভব হবে। তাছাড়া শিক্ষার্থীর বয়স বা শ্রেণি এবং পূর্ব অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে শিক্ষককে শিক্ষাদান পদ্ধতিও শিক্ষা উপকরণ নির্বাচন করতে হবে। বিশেষ করে শিক্ষাদান পদ্ধতি সরাসরি উদ্দেশ্যের উপর নির্ভরশীল। নিচের উদ্দেশ্যগুলো দেখা যাক-

- শিক্ষার্থীরা অক্সিজেন গ্যাস প্রস্তুত প্রণালী বর্ণনা করতে পারবে।
- শিক্ষার্থীরা অক্সিজেন গ্যাস তৈরি করতে পারবে।

এ দুটি উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য শিক্ষাদান পদ্ধতি ও শিক্ষা উপকরণ কী একই হবে? না, অবশ্যই নয়।

প্রথম উদ্দেশ্যটির জন্য শিক্ষার্থীকে তাত্ত্বিকভাবে অক্সিজেন গ্যাস প্রস্তুতপ্রণালী শেখানো হলেই চলবে। এর জন্য উপযোগী শিক্ষা উপকরণ ব্যবহার করা যেতে পারে। কিন্তু দ্বিতীয় উদ্দেশ্যটি অর্জন করতে হলে শিক্ষার্থীকে অক্সিজেন তৈরি করে দেখাতে হবে অর্থাৎ ব্যবহারিক কাজ শিক্ষার্থীদের করতে দিতে হবে। কাজেই পাঠ পরিকল্পনার ক্ষেত্রে উদ্দেশ্য লিখনের কাজটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার উদ্দেশ্য সফল হলো কিনা তা জানা যায় শিখনফলের মাধ্যমে।

শ্রেণিপাঠের শেষ পর্যায়ে শিক্ষকদের পাঠ মূল্যায়ন কালে শিক্ষার্থীরা যদি এসব পঠিত বিষয় ভালভাবে শিখে থাকে তাহলে শিখন ফল অর্জিত হয়েছে এটা বলা যাবে। শিখনফল অর্জিত হওয়ার মাধ্যমে শিক্ষাক্রম বাস্তবায়ন নির্ভর করে। শ্রেণিকক্ষে পঠিত বিষয়ের উদ্দেশ্যগুলো লিখতে হবে আচরণিক ভাষায়। এর অর্থ হলো পাঠের উদ্দেশ্য হবে পর্যবেক্ষণ ও পরিমাপযোগ্য। শিক্ষার্থীরা কী করতে পারবে বা কী জ্ঞান, দক্ষতা, দৃষ্টিভঙ্গী অর্জন করবে তা সক্রিয়ভাবে প্রকাশ করে ক্রিয়াপদে লিখতে হবে। যেমন-করতে পারবে, বলতে পারবে, সনাক্ত করতে পারবে ব্যাখ্যা করতে পারবে, বর্ণনা করতে পারবে।

মনে রাখতে হবে যে, উদ্দেশ্য দ্বারা যা অর্জন করা হবে, তা হবে পর্যবেক্ষণযোগ্য ও পরিমাপযোগ্য। চুম্বক সম্পর্কে একটি পাঠের জন্য এ রকম উদ্দেশ্য লেখা যেতে পারে যেমন- এই পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা-

- চুম্বকের সংজ্ঞা দিতে পারবে।
- চুম্বক ও অচৌম্বক পদার্থের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করতে পারবে।
- চৌম্বক পদার্থ সনাক্ত করতে পারবে ইত্যাদি।

উপরোক্ত উদাহরণগুলোতে 'নির্ণয় করতে' ও 'সনাক্ত করতে পারবে' এই ক্রিয়াপদগুলো শিক্ষার্থীর প্রথম আচরণ প্রকাশ করে যা শিক্ষক পর্যবেক্ষণ করতে পারেন। ফলে উদ্দেশ্যটি অর্জিত হলো কিনা তা সহজেই পরিমাপ করা যায়।

শিখনফল লেখার জন্য ক্রিয়াপদের (Action verb) কিছু নমুনা দেয়া হল। যেমন-

বর্ণনা করতে পারা	ব্যাখ্যা করতে পারা
বিশ্লেষণ করা	সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারা
পার্থক্য নির্ণয় করা	তুলনা করতে পারা
শ্রেণি বিভাগ করা	পরিমাপ করতে পারা ইত্যাদি

বেঞ্জামিন ব্লুম ও তার সহকর্মীগণ ১৯৫৬ সালে শিক্ষার সার্বিক উদ্দেশ্যসমূহকে মোট তিনটি শ্রেণিতে বিভাজন করেন। বেঞ্জামিন ব্লুম শিখন উদ্দেশ্যের শ্রেণি বিন্যাস হচ্ছে ক্রম উচ্চতর অর্জনযোগ্য আচরণ। প্রত্যেক বিভাগে বেশ কিছু উপশ্রেণী বিদ্যমান কিন্তু এই উপশ্রেণীগুলো স্তরভিত্তিক আচরণের জটিলতা বা উন্নততর স্তরের ক্রম অনুযায়ী সাজানো হয়। আচরণের একটি স্তর পরিবর্তন হলে তবে শিক্ষার্থী পরবর্তী স্তরে উপনীত হয়। বেঞ্জামিন ব্লুম এভাবে উদ্দেশ্যসমূহকে ক্রমউচ্চশ্রেণী অনুযায়ী (hirarchy wise) বিভাজন করেন যা Blooms Taxonomy of Educational objectives নামে পরিচিত। এই শ্রেণি বিভাজন হলঃ

(১) চিন্তনমূলক উদ্দেশ্যাবলি (Cognative Domain objective)
(২) দক্ষতামূলক উদ্দেশ্যাবলি (Psycho-motor Domain objective)
(৩) আবেগ অনুভূতিমূলক উদ্দেশ্যাবলি (Affective Domain objective)

চিন্তনমূলক উদ্দেশ্যাবলির ক্রমউচ্চ স্তরগুলো হচ্ছে যথাক্রমে জ্ঞান, অনুধাবন, প্রয়োগ, বিশ্লে-ষণ, সংশ্লেষণ, মূল্যায়ন। দক্ষতামূলক উদ্দেশ্যাবলি ক্রমউচ্চ স্তরগুলো যথাক্রমে- প্রেরণা, পরিচালনা, নিয়ন্ত্রণ, সমন্বয় ও আত্মীকরণ। এদের মনপেশীজ উদ্দেশ্য বলেও অভিহিত করা হয়। আবেগ অনুভূতিমূলক উদ্দেশ্যাবলির ক্রমউচ্চ স্তরগুলো যথাক্রমে-গ্রহণ, প্রতিক্রিয়া, মূল্যারোপ, সংগঠন ও শ্রেণিকরণ। এর মধ্যে সমন্বিত হয় প্রশংসা, মূল্যবোধ, দৃষ্টিভঙ্গী, আগ্রহ এবং অনুভূতি।

চিন্তনমূলক শিখনফল

শিক্ষার্থীর যে সমস্ত শিখনফল অর্জিত হবে তা হলঃ

- বিভিন্ন ধারণা ও জ্ঞানসমূহের মধ্যে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- সমস্যামূলক ঘটনা বিশ্লেষণ করতে পারবে।

দক্ষতামূলক শিখনফল

- যন্ত্রপাতি নির্মাণ ও মেরামত করতে পারবে।
- যথাযথ সঠিক পদ্ধতিতে হিসাব বর্ণনা এবং ফলাফল প্রকাশ করতে পারবে।

আবেগ অনুভূতিমূলক শিখনফল

- পরিবেশ দূষণমুক্ত রাখতে চেষ্টা করবে।
- ব্যক্তি বিশেষের মতামতের চাইতে পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণমূলক তথ্যের প্রতি অধিক আস্থাবান হবে।

উপরের শিখনফলগুলোতে দেখা যাচ্ছে যে শ্রেণিকক্ষে শিখনের ফলে শিক্ষার্থীদের ব্যক্তি জীবনের বিভিন্ন দিকের পরিবর্তন হয়ে থাকে। একদিকে যেমন শিক্ষার্থীর জ্ঞানের সম্প্রসারণ ঘটে, বিভিন্ন ক্ষমতার বৃদ্ধি ঘটে বোধগম্যতা বা উপলব্ধির ক্ষমতা বাড়ে, অভিজ্ঞতা বৃদ্ধি পায় অন্যদিকে তেমনি

তার ভিতরে আগ্রহের ক্ষেত্র বিস্তৃত হয়, চিন্তন প্রক্রিয়া সক্রিয় হয়ে উঠে। এগুলো শিক্ষার্থীর বহুমুখী বিকাশের বিভিন্ন দিক এবং সর্বাঙ্গীন বিকাশের পরিপূর্ণ রূপ। এ পরিবর্তন যে দিকেই হোক, এর গতি, প্রকৃতি ও পরিমাপ প্রশিক্ষকের জানা থাকা দরকার। তবেই একজন শিক্ষকের চেষ্টা সার্থকরূপ লাভ করবে।

মূল্যায়নঃ

১. বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে যে কোন তিনটি শিক্ষাদান পদ্ধতি ব্যবহারের যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করুন।

২. শিখনফল বলতে কী বুঝায়? একটা ফলপ্রসূ পাঠের জন্য শিখনফলের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করুন।

সম্ভাব্য উত্তরঃ

আপনি নিজে উত্তর প্রস্তুত করুন। উত্তরটি আপনার সতীর্থকে দেখান এবং আলোচনা করে আরও উন্নত করুন। প্রয়োজনে টিউটরের সহায়তা নিন।

ইউনিট-৭ **অধিবেশন-৬**

শিক্ষকের কাছে শিক্ষাক্রমের পর্যায় সম্পর্কিত ধারণার গুরুত্ব

ভূমিকা

আমাদের দেশে শিক্ষাক্রম প্রণয়ন কমিটিতে থাকে শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞ, বিষয় বিশেষজ্ঞ, মনোবিজ্ঞানী, শিক্ষা পরিকল্পনাবিদ, শিক্ষা ব্যবস্থাপক, স্বল্প সংখ্যক শিক্ষক ও শিক্ষার্থী। শিক্ষাক্রম প্রণয়ন থেকে শুরু করে বাস্তবায়ন পর্যন্ত যে সকল পর্যায় অতিক্রম করে শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক শিক্ষার্থীদের কাছে পৌঁছে ঐসব পর্যায় সম্পর্কে শিক্ষকের ধারণা থাকা অত্যাবশ্যক। একজন শিক্ষককে শিক্ষাক্রম পরিমার্জনের যৌক্তিকতা, পাঠ্যপুস্তক রচনা, সহায়ক সামগ্রী সংগ্রহ ইত্যাদি সম্পর্কে জানতে হবে তাহলে তিনি আন্তরিকতার সাথে নবতর শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নে সচেষ্ট হবেন। ফলশ্রুতিতে শিক্ষার্থীর কাঙ্খিত শিখনফল অর্জিত হবে।

উদ্দেশ্য

এই অধিবেশন শেষে আপনি–

- শিক্ষাক্রম প্রণয়ন থেকে বাস্তবায়ন পর্যন্ত সকল ধাপ সম্পর্কে শিক্ষকের ধারণা থাকার গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারবেন।

পর্বসমূহ

পর্ব-কঃ শিক্ষকের কাছে শিক্ষাক্রমের পর্যায় সম্পর্কিত ধারণার গুরুত্ব

শিক্ষাক্রম প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে কয়েকটি সুনির্দিষ্ট ধারাবাহিক স্তর ও পর্যায় অনুসরণ করা হয়। শিক্ষাক্রম প্রণয়ন থেকে শুরু করে বাস্তবায়ন পর্যন্ত সকল ধাপে শিক্ষকের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যেমন: প্রচলিত শিক্ষাক্রম সময়ের চাহিদা পূরণে কতটুকু সমর্থ এ সম্পর্কে সঠিক অভিমত প্রদান, শিক্ষাক্রমে জ্ঞান, দক্ষতা, দৃষ্টিভঙ্গীর বিষয়গুলোর মধ্যে ভারসাম্য বজায় আছে কিনা তা বিচার বিশ্লেষণ ইত্যাদি।

শিক্ষার্থী বন্ধুরা, শিক্ষাক্রম সম্পর্কে শিক্ষকদের ধারণা থাকলে শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নে কীভাবে সহায়ক ভূমিকা পালন করে তা নিম্নের ছকে ৪/৫টি বাক্যে লেখার চেষ্টা করুন।

১.
২.
৩.
৪.
৫.

ইউনিট-৭ **অধিবেশন-৬**

মূল শিখনীয় বিষয়

শিক্ষকের কাছে শিক্ষাক্রমের পর্যায় সম্পর্কিত ধারণার গুরুত্ব

শিক্ষাক্রম প্রণয়ন করা একদল দক্ষ কর্ম-কুশলীর কাজ। নীতিগতভাবে শিক্ষাক্রম প্রণয়ন কমিটিতে থাকে শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞ, বিষয় বিশেষজ্ঞ, মনোবিজ্ঞানী, শ্রেণি শিক্ষক ও ভাষা বিশেষজ্ঞ। এছাড়াও বিভিন্ন পর্যায়ে সম্পৃক্ত থাকে শিক্ষা পরিকল্পনাবিদ, শিক্ষানীতি নির্ধারক, শিক্ষা ব্যবস্থাপক, শিক্ষা তত্ত্বাবধায়ক, শিল্পী/ডিজাইনার ও শিক্ষার্থী। শিক্ষাক্রম প্রণয়ন করতে হলে কতকগুলো নীতি অনুসরণ করা একান্ত প্রয়োজন। তাছাড়া শিক্ষাক্রম প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে কয়েকটি সুনির্দিষ্ট ধারাবাহিক স্তর ও পর্যায় অনুসরণ করা হয়। ইতোমধ্যে এ পর্যায়গুলো সম্পর্কে আমরা জেনেছি। শিক্ষাক্রম প্রণয়ন থেকে শুরু করে বাস্তবায়ন পর্যন্ত সকল ধাপে শিক্ষকের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যেমন-

শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নে শিক্ষকের ভূমিকা

- প্রচলিত শিক্ষা ক্রম সময়ের চাহিদা পূরণে কতটুকু সমর্থ এ সম্পর্কে তিনি সঠিক অভিমত প্রদান করতে পারেন।
- প্রচলিত শিক্ষাক্রমের কোন কোন দিকের কার্যকারিতা বর্তমানে নেই তা যুক্তি সহকারে চিহ্নিত করতে পারেন।
- সমাজ ও যুগের চাহিদার সাথে শিক্ষাক্রমকে সচল রাখার জন্য কোন কোন নবতর বিষয় সংযোগ করতে হবে তা শিক্ষক সঠিকভাবে চিহ্নিত করতে পারেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীর চাহিদা যথার্থরূপে ব্যক্ত করতে পারেন।
- শিক্ষাক্রমের প্রণীত বিষয়ভিত্তিক ও শ্রেণিভিত্তিক উদ্দেশ্য ও শিখনফল শিক্ষার্থীদের অর্জন উপযোগী কিনা তা বলতে পারেন।
- চিহ্নিত বিষয়বস্তু ও এর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ শিক্ষার্থীরা বুঝতে পারবে কিনা তা বলতে পারেন।
- শিক্ষাক্রমে জ্ঞান, দক্ষতা, দৃষ্টিভঙ্গীর বিষয়গুলোর মধ্যে ভারসাম্য বজায় আছে কিনা তা তিনি বিচার বিশ্লেষণ করে অভিমত দিতে পারেন।
- শিক্ষার্থীর শিখন অগ্রগতি পরিমাপের জন্য শিক্ষাক্রমে যে কৌশল প্রয়োগ করার নির্দেশনা আছে সেগুলো প্রয়োগ করা সম্ভব কিনা সে সম্পর্কে তিনি অভিমত দিতে পারেন।
- শিক্ষাক্রম বিস্তরণে শিক্ষকদের জন্য কোন কোন দিকে গুরুত্ব দিতে হবে এবং কত সময়ব্যাপী প্রশিক্ষণ দিলে শিক্ষকবৃন্দ তা আয়ত্ত করতে পারবেন তার সঠিক পরামর্শ তিনি দিতে পারেন।

উপরোক্ত দিকগুলো ছাড়াও একজন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত যোগ্য ও অভিজ্ঞ শিক্ষক শিক্ষাক্রম বিস্তরণ প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষক হিসেবেও দায়িত্ব পালন করতে পারেন। এতে প্রশিক্ষণের গুণগত মান বাড়ে। তাছাড়া শিক্ষক এ কাজে অংশগ্রহণ করলে তিনি আত্মতৃপ্তি পান কারণ শিক্ষাক্রম প্রণয়নের দর্শন থেকে শুরু করে বিষয়বস্তু রচনা, প্রাক মূল্যায়ন, পরিমার্জিত বিষয়ে অন্তর্ভুক্ত নতুন দিক, পাঠদান কৌশল, মূল্যায়ন কৌশল ইত্যাদি সবই তিনি ভালভাবে জানতে পারেন বিধায় অন্যান্যদেরকেও তিনি আরও ভালভাবে জানাতে ও বুঝাতে পারেন। প্রশিক্ষণ ম্যানুয়েল ও শিক্ষক নির্দেশিকা ব্যবহার করার জন্য অন্যান্য শিক্ষকদের প্রশিক্ষণে উদ্বুদ্ধ করতে পারেন। তার সহকর্মীদের সাথে যে কোন বিষয়ে খোলাখুলি আলোচনা করতে পারেন। তাদের ত্রুটি নিরসনে সাহায্য করতে পারেন। সহকর্মীরাও এ ধরনের শিক্ষকের সহায়তা নিয়ে নিজেদের পেশাগত দক্ষতার উন্নয়ন সাধন করতে পারেন।

আমাদের দেশে কেন্দ্রীয়ভাবে শিক্ষাক্রম প্রণয়ন করা হয়। এ কারণে শিক্ষকদের এ কাজে সম্পৃক্ত হওয়ার সুযোগও কম। উন্নত বিশ্বে জাতীয় শিক্ষাক্রমের একটি কাঠামো ও দিক নির্দেশনা থাকে। বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ সে অনুযায়ী শিক্ষাক্রম রচনা করেন। অতএব শিক্ষাক্রম প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের প্রতিটি পর্যায় সম্পর্কে ঐ শিক্ষকের ধারণা থাকে। আমাদের দেশে অধিকাংশ শিক্ষক শিক্ষাক্রম বিস্তরণ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করার পর এ বিষয়গুলো জানতে পারেন। শিক্ষাক্রম কেন পরিমার্জন করা হয়, কেন পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমের সফল বাস্তবায়ন প্রয়োজন এগুলো সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকলে শিক্ষকগণ আন্তরিকতার সাথে শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারেন। শিক্ষাক্রম সম্পর্কে ধারণা থাকলে শিক্ষক সঠিক রীতি অনুসরণ করে পাঠ্যপুস্তক নির্বাচন করতে পারবেন। পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তুতে কোথাও ঘাটতি থাকলে শিক্ষক তা পূরণ করতে পারবেন। এছাড়াও পাঠদান কার্যক্রম আন্তরিকতার সাথে পরিচালনা করার উদ্দেশ্যে পাঠ্যপুস্তক, শিক্ষক নির্দেশিকা ও অন্যান্য সহায়ক সামগ্রী অনুসরণ করে নিজেকে প্রস্তুত করবেন। প্রয়োজনীয় শিক্ষা উপকরণ যোগাড় করবেন। পাঠপরিকল্পনা অনুসরণ করে শ্রেণি শিখন শেখানো কাজ পরিচালনা করবেন পাঠের শিখনফল অর্জনের উদ্দেশ্যে বিচিত্র অভিজ্ঞতা অর্জনের সুযোগ করে দেবেন। পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের দুর্বলতা সনাক্ত করে তা নিরসনের উপায় গ্রহণ করবেন। শিক্ষার্থীদের শ্রেণির বাইরেও বিভিন্ন সহশিক্ষাক্রমিক কাজে অন্তর্ভুক্ত করে তাদের সৃজনশীল চিন্তা ও কাজের সুযোগ করে দেবেন। সর্বোপরি শিক্ষাক্রমের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য জানা থাকলে শিক্ষাক্রম প্রণয়ন থেকে শুরু করে বাস্তবায়ন পর্যন্ত সব কাজেই শিক্ষকদের অন্তর্ভুক্ত করা উচিত। এতে তিনি আন্তরিকতার সাথে তার সকল দায়িত্ব পালনে ব্রতী হবেন।

মূল্যায়নঃ

১. "শিক্ষাক্রম প্রণয়ন থেকে শুরু করে বাস্তবায়ন পর্যন্ত সব কাজেই শিক্ষকদের অধিক অন্তর্ভুক্ত করা উচিত" -এ বাক্যের যথার্থতা ব্যাখ্যা করুন।

সম্ভাব্য উত্তরঃ

পর্ব-ক :

১. পাঠ্যপুস্তক নির্বাচন করতে পারবেন।

২. পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তুতে কোথাও ঘাটতি থাকলে তা পূরণ করতে পারবেন।

৩. প্রয়োজনীয় শিক্ষা উপকরণ যোগাড় করতে পারবেন।

৪. পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের দুর্বলতা সনাক্ত করে তা নিরসনের উপায় গ্রহণ করবেন।

৫. শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন সহশিক্ষাক্রমিক কাজে অন্তর্ভুক্ত করে তাদের সৃজনশীল চিন্তা ও কাজের সুযোগ করে দেবেন।

২